তাফসীরুল কুরআন

লেভেল

১

অনুবাদঃ মুহা আবদুল্লাহ্ আল কাফী

مقرر التفسير

المستوى الأول (باللغة البنغالية)

ترجمة: محمد عبد الله الكافي

الطبعة: الأولى 1427هـ
প্রথম প্রকাশঃ ২০০৬ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ এর তাফসীর ও তার বিধান:

কখন 'ইস্তিআযা' (আউযুবিল্লাহ্) পাঠ করতে হবে?

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।"[১]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾

"যখন কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।"[২]

কখন আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে সে ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে:

প্রথম মত: একদল ক্বারী এবং অন্যান্য আলেমগণ বলেন, ক্বেরাতের পর আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করবে। তাদের দলীল হল, পূর্বোল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। আর এই কারণে ক্বেরাতের পর পাঠ করবে, যাতে করে ইবাদত সম্পাদনের পর যে আত্মপ্রশংসা সৃষ্টি হয় তা আউযুবিল্লাহ্ পাঠের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মত: ক্বেরাতের শুরুতে এবং শেষে দু'বার আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করবে।

তৃতীয় মত: শয়তানের ওস্ওয়াসা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ক্বেরাতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করবে। এটাই হল প্রসিদ্ধ মত এবং অধিকাংশ বিদ্বানের রায়। তাঁরা উক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে বলেন, এখানে 'যখন কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।' এর অর্থ হল 'যখন কুরআন পাঠ করার ইচ্ছা করবে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।' এ আয়াতটি সূরা মায়েদার নিম্নলিখিত আয়াতটির ন্যায়, যেখানে বলা হয়েছে:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দন্ডায়মান হবে তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ ধৌত করবে...।"[৩] এর অর্থ হল, যখন ছালাতে দন্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা করবে তখন এই কাজগুলো করবে।

আউযুবিল্লাহ্ পাঠের রহস্য:

১) যবানকে অশ্লীল ও বাজে কথা থেকে পবিত্র ও পরিস্কার করা।

২) আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করার জন্য।

৩) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৪) আল্লাহর অসীম ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করা এবং এ কথা স্বীকার করা যে, শয়তান নামক এই প্রকাশ্য শত্রুর প্রতিরোধ করতে বান্দা দুর্বল ও অপারগ।

ইস্তেআযার (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) অর্থ:

অর্থ: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্র দরবারে বিতাড়িত শয়তান থেকে, সে যেন আমার দ্বীন ও দুনিয়ার কোন বিষয়ে ক্ষতি করতে না পারে, বা যে কাজে আমি আদিষ্ট হয়েছি তা বাস্তবায়ন করতে বাধা দিতে না পারে বা নিষিদ্ধ কাজ করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে।

---

[১]. সূরা আ'রাফ- ২০০
[২]. সূরা নাহাল- ৯৮
[৩]. সূরা মায়েদা- ৬

উহা পাঠ করার বিধান:

আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উহা সর্বদা পাঠ করেছেন। কেননা ইহা শয়তানকে প্রতিহত করে।

الشيطان الرجيم এর অর্থ:

الشيطان: শব্দটি (شَطَنَ) শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ দূর হওয়া। যেহেতু শয়তান তার স্বভাব ও ফাসেকীর কারণে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে দূরে। তাই তার নাম শয়তান।

অথবা শব্দটি (شَاطَ) থেকে গৃহীত, যার অর্থ জ্বলে যাওয়া। যেহেতু সে আগুন থেকে সৃষ্টি তাই তার নাম শয়তান।

الرَّجِيْم: যাকে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

বাসমালা তথা 'বিসমিল্লাহ্' এর অর্থ:

আমি শুরু করছি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নামের সাথে, যিনিই একমাত্র মা'বূদ বা ইবাদতের যোগ্য, যাঁর করুণা ও দয়া সকল বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

'বিসমিল্লাহ্' একটি আয়াত কি না?

ইবনু আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সূরা সমূহের মধ্যে পার্থক্য জানতেন না।"[১]

আলেমগণ ঐকমত হয়েছেন যে বিসমিল্লাহ্... সূরা নমলের একটি আয়াত। তারপর তারা মতভেদ করেছেন, উহা কি প্রত্যেক সূরার প্রথমে আলাদা একটি আয়াত নাকি শুধু সূরা ফাতিহার আয়াত- অন্য কোন সূরার নয়, নাকি উহা শুধু দু'সূরার মাঝে পার্থক্য করার জন্য? এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হল, উহা দু'সূরার মাঝে পার্থক্য করার জন্য- যেমনটি প্রমাণ মিলছে পূর্বের হাদীছ থেকে।

বিসমিল্লাহ্ কি উঁচু আওয়াজে না নীচু আওয়াজে পড়বে?

যারা বলেন যে উহা সূরা ফাতিহার একটি আয়াত, তারা ছালাতে উহা উঁচু আওয়াজে পড়ার পক্ষপাতি। আর যারা এটা মনে করেন না তারা নীচু আওয়াজে পড়ার পক্ষপাতি। চার খলীফা (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁরা ছালাতে বিসমিল্লাহ্ .... নীচু আওয়াজে পড়তেন। ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহ:) প্রমূখেরও এই মত।

সার কথা: রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে উভয় কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি কখনো উঁচু আওয়াজে কখনো নীচু আওয়াজে পড়েছেন। আর ওলামগণও একথার উপর ঐকমত হয়েছেন যে, উঁচু-নীচু যে কোন আওয়াজে পড়া হোক ছালাত বিশুদ্ধ হবে।

উহার ফযীলত:

﴿عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ.﴾

---

[১]. [ছহীহ্] আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ উচ্চ কণ্ঠে বলবে। হা/ ৬৬৯। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, ছহীহুল জামে হা/ ৪৮৪৬। ছহীহ আবু দাউদ হা/ ৭৫৪।

আবূ মুলাইহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি জনৈক ব্যক্তি (ছাহাবী) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাঁর আরোহীর পিছনে বসা ছিলাম। এমন সময় আরোহীটি পা ফসকে পড়ে গেল। তখন আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন: "শয়তান ধ্বংস হোক এরূপ বলো না, কেননা এতে সে নিজেকে খুব বড় মনে করে এমনকি ঘরের মত হয়ে যায় এবং বলে আমার নিজ শক্তি দ্বারা একাজ করেছি; বরং এরূপ মূহুর্তে বলবে 'বিসমিল্লাহ্'। এতে সে অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায় এমনকি মাছি সদৃশ্য হয়ে যায়।"[১]

কখন বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাবঃ

১) শৌচাগারে প্রবেশের মূহুর্তে।
২) ওযুর প্রারম্ভে।
৩) খাওয়ার সময়।
৪) প্রাণী যবেহ্ করার সময়। অনেকে এ সময় তা ওয়াজিব বলেছেন।
৫) স্ত্রী সহবাসের সময়। ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:
﴿لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ﴾

"তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী সহবাসের সময় এই দু'আ পাঠ করে: (بِسْمِ اللهِ اللهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) 'শুরু করছি আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ।' তবে তাদের জন্য যদি কোন সন্তান নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে শয়তান কখনই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[২]

৬) নৌকায় আরহণের সময়। (সূরা হূদ- ৪১)
৭) পত্র লিখার সময়। (সূরা নমল- ৩০)

প্রশ্নমালাঃ

১) আঊযুবিল্লাহ্ কখন পড়তে হবে সে ব্যাপারে কতক আলেম মতবিরোধ করেছেন যে, উহা ক্বেরাতের আগে না পরে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মতটি দলীলসহ লিখ।
২) আঊযুবিল্লাহ্র অর্থ এবং উহা পাঠ করার বিধান কি?
৩) الشيطان الرجيم এর অর্থ লিখ।
৪) বিসমিল্লাহ্ কি একটি আয়াত না আয়াত নয়? এর ফযীলতে একটি হাদীছ উল্লেখ কর।
৫) বিসমিল্লাহ্ কি উঁচু আওয়াজে না নীচু আওয়াজে পড়বে?
৬) যে সকল স্থানে বিসমিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব তন্মধ্যে ৩টি উল্লেখ কর।

[১]. [ছহীহ্] মুসনাদে আহমাদ হা/ ১৯৭৮২। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব-শিষ্টচার, অনুচ্ছেদঃ এরকম বলবে না আমার প্রাণ খবিছ হয়ে গেছে। হা/ ৪৩৩০। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, ছহীহ তারগীব তারহীব হা/ ৩১২৯। ছহীহ আবু দাউদ হা/ ৪৯৮২।

[২]. {ছহীহ} বুখারী, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদঃ স্ত্রী সহবাসের সময় যা বলতে হয়। হা/ ৫৯০৯। মুসলিম অধ্যায়ঃ বিবাহ অনুচ্ছেঃ সহবাসের সময় যা বলা মুস্ত াহাব হা/ ২৫৯১।

সূরা ফাতিহার তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

সরল বঙ্গানুবাদঃ

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি অতি মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও শুধুমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা ফাতিহার নাম সমূহ:

১) (فاتحة الكتاب) ফাতিহাতুল কিতাব। কিতাবের প্রারম্ভিকা অর্থাৎ সূরাটির মাধ্যমে লিখিতভাবে কিতাবের প্রারম্ভ হয় এবং তা দিয়েই ছালাত শুরু করা হয়।

২) (أم الكتاب، أم القرآن) উম্মুল কিতাব, উম্মুল কুরআন বা কিতাবের মা, কুরআনের মা। কেননা পূরা কুরআনে যা আছে তার সারাংশ এই সূরাটিতে বিদ্যমান।

৩) (السبع المثاني) আস্ সাবউ'ল মাছানী। কেননা তার আয়াত সংখ্যা হল সাতটি এবং উহা ছালাতে বারবার পড়তে হয়।

৪) (القرآن العظيم) আল কুরআনুল আযীম বা সুমহান কুরআন।

৫) (الحمد) আল হামদ বা প্রশংসা।

৬) (الصلاة) আছ্ ছালাত।

৭) (الشفاء) আশ্ শিফা বা আরোগ্য দানকারী।

৮) (الرقية) আর্ রুক্বিয়্যাহ্ বা ঝাড়-ফুঁকের সূরা।

৯) (أساس القرآن) আসাসুল কুরআন বা কুরআনের মূল।

১০) (الواقية) আল ওয়াক্বিয়া বা পরিত্রাণকারী।

১১) (الكافية) আল কাফিয়া বা যথেষ্ট।

১২) (سورة الصلاة) সূরাতুছ্ ছালাত বা ছালাতের সূরা।

১৩) (الكنز) আল্ কান্য বা গুপ্তধন।

নাযিল হওয়ার সময়ঃ

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এসূরাটি মক্কী সূরা। তথা হিজরতের আগে মক্কায় নাযিল হয়।

সূরা ফাতিহার ফযীলতঃ

আবূ হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُبَيُّ وَهُوَ يُصَلِّي فَالْتَفَتَ أُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ وَصَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَا مَنَعَكَ يَا أُبَيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) قَالَ بَلَى وَلَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ﴾

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একদা উবাই বিন কা'ব (রাঃ)এর নিকট গেলেন, তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডাকলেন: হে উবাই! তিনি ফিরে দেখলেন কিন্তু কোন জাবাব দিলেন না; বরং উবাই ছালাতকে সংক্ষিপ্ত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন: আস্ সালামু আলাইকা হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন: ওয়া আলাইকাস্ সালাম, হে উবাই! আমি যখন তোমাকে ডাকলাম তখন জবাব দিতে তোমাকে কিসে বারণ করল? তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তখন ছালাতরত ছিলাম! তিনি বললেন: "আল্লাহ্ আমার নিকট যে অহী প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে কি একথা পাওনি: (**اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ**) "তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূল ﷺ এর হুকুম পালন কর যখন রাসূল যখন তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে।"? (আনফাল-২৪) তিনি বললেন: হ্যাঁ পেয়েছি, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ আর কখনো করব না। তিনি বললেন: "তুমি কি পসন্দ কর যে, এমন একটি সূরা তোমাকে শিক্ষা দান করব যার অনুরূপ কোন সূরা তওরাত বা ইঞ্জিল বা যাব্বুর বা ফুরক্বানে (কুরআনে) নাযিল হয়নি?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন: "ছালাতে কি পড়ে থাক?" বর্ণনাকারী বলেন: তখন উবাই উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন: "শপথ সেই সত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরার অনুরূপ কোন কিছু কোথাও নাযিল করেন নি- না তাওরাতে না ইঞ্জিলে না যাব্বুরে না ফুরক্বান তথা কুরআনে। নিশ্চয় ইহা হল (আস্ সাবউল্ মাছানী) সাতটি আয়াত যা বার বার পড়া হয় এবং কুরআনুল আযীম (সুমহান কুরআন) যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।"[১]

ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ

একদা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট জিবরীল (আ:) উপবিষ্ট ছিলেন এমন সময় তিনি উপরের দিকে কড়কড় শব্দ শুনতে পেলেন। জিবরীল (আ:) আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠালেন তারপর বললেন: এখনই আসমানের একটি দরজা খোলা হল যা ইতোপূর্বে কখনোই খোলা হয়নি। সেখান থেকে একজন ফেরেস্তা অবতরণ করলেন। জিবরীল (আ:) বললেন, এ ফেরেস্তা আজকের পূর্বে পৃথিবীতে কখনো অবতরণ করেন নি। ফেরেস্তা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে সালাম দিয়ে বললেন, আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

[১] . {ছহীহ} তিরমিযী, অধ্যায় কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ সূরা ফাহিতার ফযীলতের বর্ণনা। হা/ ২৮০০। ছহীহ তারগীব তারহীব আলবানী হা/১৪৫৩। ছহীহুল জামে ৭০৭৯।

আপনাকেই উহা প্রদান করা হয়েছে, আপনার পূর্বে কোন নবীকে তা প্রদান করা হয়নি। আর তা হল, সূরা ফাতিহা ও সূরা বক্বারার শেষের আয়াত সমূহ (দু'টি আয়াত)। এথেকে কোন অক্ষর পড়ে প্রার্থনা করলেই তা আপনাকে প্রদান করা হবে।"[১]

আবূ হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

﴿مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ﴾

"যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করবে অথচ তাতে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার ছালাত অসম্পূর্ণ- তিনবার বলেছেন কথাটি।"

তখন আবু হুরায়রাকে বলা হল, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি? (এ অবস্থায় আমরা কি করব?) তিনি বলেন,

اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

তুমি উহা চুপে চুপে পড়ে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: বান্দার ছালাতকে তার মাঝে এবং আমার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, আমার বান্দা যা চায় তাই সে পাবে। বান্দা যখন বলে: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) 'সকল প্রশংসা সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। যখন সে বলে: (الرحمن الرحيم) 'তিনি পরম করুণাময় ও দয়াশীল'। তখন আল্লাহ্ বলেন: আমার বান্দা আমার গুণকীর্তণ করল। সে যখন বলে: (مالك يوم الدين) 'তিনি বিচার দিবসের অধিপতি' তখন আল্লাহ্ বলেন: আমার বান্দা আমার মহত্ম বর্ণনা করল। অথবা তিনি বলেন: বান্দা নিজেকে আমার নিকট সমর্পন করল। যখন সে বলে: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) 'একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি' তখন আল্লাহ্ বলেন: একথাটি আমার এবং বান্দার মাঝের বিষয়। আর বান্দা যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে। যখন সে বলে: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) 'আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও, তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। এমন লোকদের পথ নয়, যাদের উপর আপনি রাগম্বিত হয়েছেন এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে' তখন আল্লাহ্ বলেন: এগুলো সব আমার বান্দার জন্য, আর সে যা চায় তাকে তাই দেয়া হবে।"[২]

ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধানঃ

এ ক্ষেত্রে ওলামাদের তিনটি মত রয়েছে:

১) ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী ব্যক্তি সবার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। দলীল এই হাদীছ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার ছালাত হবে না।"[৩] এবং পূর্বে বর্ণিত এই হাদীছ: "যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করবে অথচ তাতে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার ছালাত অসম্পূর্ণ- রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কথাটি তিনবার বলেছেন ।" (মুসলিম) এটি ইমাম শাফেয়ীর (র:) মত।

[১]. {ছহীহ} মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারর শেষ অংশের ফযীলত। হা/ ১৩৩৯।
[২]. {ছহীহ} মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। হা/ ৫৯৮।
[৩]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম ও একাকী ব্যক্তির ক্বেরাত পাঠ করা ওয়াজিব। হা/ ৭১৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। হা/ ৫৯৫।

২) উঁচু আওয়াজ হোক বা নীচু আওয়াজ হোক কোন অবস্থাতেই মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। দলীল এই হাদীছ: (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ) "যার ইমাম রয়েছে, তার ইমামের ক্বিরাতই তার ক্বিরাত (হিসেবে যথেষ্ট)।"[১] এ হাদীছের সনদ (সূত্র) যঈফ (দুর্বল)। আরো কয়েকটি সূত্রে হাদীছটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই ছহীহ্ নয়। والله أعلم

৩) নীচু আওয়াজ বিশিষ্ট ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া মুক্তাদির উপর ওয়াজিব, উঁচু আওয়াজ বিশিষ্ট ছালাতে নয়। দলীল:

(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)

"ইমামকে তো নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। যখন তিনি তাকবীর দিবেন, তোমরাও তাকবীর দিবে। যখন তিনি ক্বেরাত পড়বেন তোমরা চুপ থাকবে। তিনি সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্ বললে, তোমরা বলবে রাব্বানা লাকাল্ হামদু।"[২]

প্রাধান্যযোগ্য মত হল প্রথমটি। والله أعلم

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা)

﴿الحمد﴾ এর মধ্যে 'আলিফ ও লাম' ইস্তেগ্রাক্বের বা ব্যাপকতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সকল ধরণের এবং সকল প্রকারের প্রশংসাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য এখানে 'আলিফ ও লাম' ব্যবহার করা হয়েছে।

﴿ الله ﴾ রব- প্রতিপালকের একটি নাম। বলা হয় 'আল্লাহ্' শব্দটিই হল, ইসমে আযম বা সুমাহন নাম। কেননা তার মধ্যে সকল ধরণের গুণের সমাবেশ ঘটেছে। আবূ হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিরানব্বই- এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩] 'গণনা করবে' অর্থ: ভালভাবে তার অর্থ বুঝবে এবং তার দাবী অনুযায়ী আমল করবে ও মুখস্ত করবে।

﴿الحمد لله﴾ অর্থ: একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া। তিনি ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের কোনই প্রশংসা নেই।

﴿رب﴾ রব বা প্রতিপালক তিনি, যিনি মালিক, অধিপতি ও সকল কর্ম সম্পাদনকারী। 'রব' শব্দটি 'আলিফ ও লাম' এর সাথে (الرب) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনিভাবে এযাফা (সম্বন্ধ পদ) ব্যতীত এককভাবে 'রব' শব্দটি কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয নয়। অতএব এরূপ বলা যাবে: رب الدار ঘরের রব বা মালিক, رب السيف তলোয়ারের মালিক।

মাখলুকের প্রতি আল্লাহ্র প্রতিপালন দু'ভাগে বিভক্ত:

ক) ব্যাপক প্রতিপালন: এক্ষেত্রে সকল মাখলুক সমপর্যায়ের। তাদেরকে সৃষ্টি করা, রিযিক দান করা, প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদেরকে পথ দেখানো প্রভৃতি এর মধ্যে শামিল।

---

[১] . [হাসান] ইবনু মাজাহ্ অধ্যায়ঃ নামায প্রতিষ্ঠা করা, অনুচ্ছেদঃ ইমাম যখন পড়বেন, তখন তোমরা চুপ থাক। হা/ ৮৪০। হাদীছটি শায়খ আলবানী হাসান বলেন। দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/ ৬৪৭৮। ছিফাতুছ্ ছালাত হা/ ৮১।

[২] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ তাকবীর দেয়া ওয়াজিব ও নামায শুরু করা। হা/৬২৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ মুক্তাদির ইমামের অনুসরণ করা। হা/ ৬২৫। হাদীছটির বাক্য নাসাঈ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অধ্যায়ঃ নামায শুরু করা, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ (وإذا قرئ القرآن..) এর ব্যাখ্যা। হা/ ৯১২।

[৩] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ শর্ত করা, অনুচ্ছেদঃ কোন ধরণের শর্ত আরোপ করা জায়েয। হা/২৫৩১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির, দু'আ, তওবা ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর নাম সমূহ এবং উহা মুখস্ত করার ফযীলত। হা/ ৪৮৩৬।

খ) বিশেষ প্রতিপালন: এটা আল্লাহ্‌র বন্ধুদের জন্য খাছ। তাদেরকে ঈমান দান করা, সঠিক ঈমানের উপর অটল থাকতে তাওফীক দান করা, তাদের থেকে বিপদ-মুছীবত দূরা করা প্রভৃতি এর মধ্যে শামিল।

﴿ العالمين ﴾ عالم শব্দের বহুবচন। আর তা হল আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত জগত। জগত সমূহ বলতে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি জগত উদ্দেশ্য। যেমন: আসমান, যমীন, জল ও স্থলের সৃষ্টি কুল জগতের অন্তর্ভূক্ত। মানুষ জাতি একটি জগত। জিন জাতি একটি জগত। ফেরেস্তাগণ একটি জগত...।

﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

(যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু)

আর্ রাহমান ও আর্ রাহীম আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি নাম। (الرحمة) 'রহমত' শব্দ থেকে গৃহীত যা অধিক দয়া ও করুণার অর্থ বহণ করে। (الرحمن) শব্দটি (الرحيم) শব্দের চাইতে অধিক রহমতের অর্থ বহন করে। (الرحمن) অর্থ: যিনি দুনিয়া এবং আখেরাতবাসীদের দয়া করেন। (الرحيم) অর্থ: যিনি বিশেষভাবে মু'মিনদেরকে ক্বিয়ামত দিবসে দয়া করবেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন: (وكان بالمؤمنين رحيماً) "এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি খুবই দয়াবান।"[১]

ইমাম কুরতুবী বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা (رب العالمين) উল্লেখ করার পর, নিজের গুণাগুণ বর্ণনায় الرحمن) (الرحيم শব্দ দু'টি এজন্যে উল্লেখ করেছেন, যাতে করে ভীতি প্রদর্শনের পর আগ্রহান্বিত করা হয়।[২] (অর্থাৎ- প্রথম শব্দে 'আল্লাহই সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক' বলে বান্দাকে তাঁর মহত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে। পরক্ষণেই দ্বিতীয় শব্দে 'তিনি পরম করুণাময় অতিব দয়াবান' বলে তাঁর করুণার আশাবর্তী হওয়ার জন্য বান্দাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।)

﴿الرحمن﴾ এ নামটি গ্রহণ করা কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। এমনিভাবে তা দিয়ে কোন মানুষের নাম রাখাও জায়েয নয়। এনামটি একমাত্র তাঁর জন্যই খাছ (বিশেষ)।

মুসায়লামা কায্যাব যখন নিজের নাম 'রাহমানুল ইয়ামামা' বা (ইমামা এলাকার রহমান) রাখার দুঃসাহস দেখালো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মিথ্যার চাদর পরিহিত করিয়ে 'মিথ্যুক' বলে প্রসিদ্ধ করে দিলেন। তাই তার নাম আসলেই তাকে 'মুসায়লামাতুল কায্যাব' বা মিথ্যাবাদী মুসায়লামা বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, সালাফে ছালেহীনের ঐকমত্য নীতি হল, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর উপর ঈমান আনয়ন করা। তাঁরা বিশ্বাস করেন, তিনি 'রহমান' সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি দয়া করেন। এভাবে অবশিষ্ট গুণাবলীগুলোর প্রতি ঈমান রাখতে হবে।

﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

(যিনি বিচার দিবসের মালিক)

﴿مَالِكِ﴾ এ শব্দটিতে কয়েক ধরণের ক্বেরাত আছে। কোন কোন ক্বারী পড়েছেন: (مَلِكِ) অন্যরা পড়েছেন: (مَالِكِ) আবার কেউ পড়েছেনঃ (مَلْكِ) সবগুলোই বিশুদ্ধ।

এখানে নির্দিষ্টভাবে বিচার দিবসের কথা উল্লেখ করে তাঁর মালিকানা ও আধিপত্যকে সে দিনের সাথেই বিশেষিত করা হয়নি; বরং তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের মালিক ও অধিপতি। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি 'সমগ্র জগতের পালনকর্তা'। এখানে বিষেশভাবে বিচার দিবসের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে দিন কোন কিছু দাবী করার জন্য তিনি ব্যতীত আর কেউ থাকবে না এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কোন কথাও বলতে পরবে না।

---

[১]. সূরা আহযাব- ৪৩।

[২]. তাফসীর ইবনু কাছীর (লিখকঃ ইসমাঈল বিন কাছীর দিমাশকী) প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা/ ২৫।

﴿يوم الدين﴾ অর্থাৎ- সৃষ্টিকুলের হিসাব-নিকাশের দিন। আর তা হল ক্বিয়ামত দিবস। এ দিনটির আরো অনেক নাম আছে। যেমনঃ الْقَارِعَةُ বা মহাপ্রলয়, الصَّاخَّةُ বা ভীষণ চিৎকার, الطَّامَّةُ বা দারুণ দুর্ভাগ্য الوَاقِعَةُ বা মহাঘটনা।

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾

(আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও শুধুমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই)

﴿إِيَّاكَ﴾ শব্দটি কর্মকারক। শব্দটিকে ক্রিয়ার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে 'সীমাবদ্ধতার' অর্থ প্রকাশ করার জন্য। যাতে করে বক্তা যা ইচ্ছা করে, তার মাঝেই তার কথা সীমাবদ্ধ থাকে।

﴿نَعْبُدُ﴾ 'ইবাদত' এর আভিধানিক অর্থ: বাধ্যগত হওয়া। বলা হয় طريق معبد বা বাধ্য রাস্তা, بعير معبد বা বাধ্যগত উট। শরীয়তের পরিভাষায়: এমন বিষয়ের নাম ইবাদত, যার মধ্যে পূর্ণ ভালবাসা, বিনয় ও ভয়ের সমাবেশ থাকে।

সালাফে ছালেহীনের কেউ বলেছেন: 'পূরা কুরআনের গোপন বিষয় হল সূরা ফাতিহা আর সূরা ফাতিহার গোপন বিষয় হল এই কথাটি।'[১]

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ অর্থ: আপনি ছাড়া আমরা কারো ইবাদত করি না। আপনি ছাড়া কারো উপর ভরসা রাখি না। আর এরই নাম হল পূর্ণ আনুগত্য।

﴿نَسْتَعِيْنَ﴾ ইস্তেআ'না (الاستعانة) বা সাহায্য প্রার্থনা। এর অর্থ হল, কল্যাণ লাভ এবং বিপদ দূরীকরণে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর আস্থা রাখা, সেই সাথে তা হাসিল হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ এ আয়াতের প্রথম অংশ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) 'একমাত্র তোমারই ইবাদত করি' এর মাধ্যমে শির্ক থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ (وإياك نستعين) 'একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি' এর ম্যাধমে সকল প্রকার শক্তি, সামর্থ ও ক্ষমতা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

এ আয়াতটিতে: অদৃশ্য সূচক শব্দ ব্যবহার করার পর (إياك) এর মাধ্যমে সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর তা খুবই সংগত। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও মহত্বের বর্ণনা করেছে এবং নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে অন্যের ইবাদত থেকে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত থেকে, তখন সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী হয়ে গেছে, যেন তাঁরই মহান দরবারের সামনে এসে দন্ডায়মান হয়ে গেছে। তাই তার জন্য সংগত যে, সে তাঁকে 'নিকটবর্তী' বুঝায় এমন শব্দ' ব্যবহারের মাধ্যমে আহবান করবে। বলবে: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ "একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

এ আয়াতে 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' এর আগে 'ইয়্যাকা না'বুদু' উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ইবাদতই হল আসল উদ্দেশ্য। আর সাহায্য প্রার্থনা হল ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছার একটি মাধ্যম। তাছাড়া এটা হল আম বা সাধারণ বিষয়কে খাছ বা বিশেষ বিষয়ের পূর্বে উল্লেখ করার পর্যায়ভূক্ত এবং আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারকে অন্যের অধিকারের উপর প্রাধান্য দেয়ার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য।

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾

(আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও।)

যার মহান দরবারে বান্দা প্রার্থনা করবে সেই সুমহান আল্লাহ্র যখন প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করা হয়েছে, তখন বান্দার জন্য এটা সংগত হয়েছে যে, সে স্বীয় প্রার্থনা তাঁর সামনে উপস্থাপন করবে। যে কোন প্রার্থনাকারীর

[১]. তাফসীর ইবনু কাছীর (লিখকঃ ইসমাঈল বিন কাছীর দিমাশকী) প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা/ ২৬।

জন্য এটাই হল সর্বোত্তম পন্থা- প্রথমে প্রার্থীতের সামনে তাঁর গুণগান পেশ করবে, তারপর নিজের এবং তার মু'মিন ভাইদের প্রয়োজন তাঁর সামনে উপস্থাপন করবে। বলবে: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ "আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর।"

এখান থেকে এই দলীল পাওয়া যায় যে, মহান আল্লাহ্‌র সুউচ্চ ছিফাত সমূহ (গুণাবলী) দ্বারা এবং সৎআমল দ্বারা উসীলা গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উচিত। প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান পেশ করবে এবং গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর মহত্ব গাইবে- তিনি রাব্বুল আলামীন (সমগ্র জগতের প্রতিপালক), তিনি আর্ রাহমানির রাহিম (পরম করুণাময় ও দয়ালু), তিনি মালিকি ইয়াউমিদ্দীন (বিচার দিবসের মালিক)। তারপর ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে তাঁর একত্ব ঘোষণা করবে। যখন প্রতিপালকের সামনে এই সৎআমলগুলো পেশ করা হবে তখন তাঁর কাছে প্রার্থনার হস্ত প্রসারিত করে নিজের এবং তার মু'মিন ভাইদের প্রয়োজন উল্লেখ করবে- "তিনি তাদেরকে হেদায়াত করুন এবং সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।"

মু'মিন যদি কুরআনের আয়াত সমূহের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে দেখতে পাবে, দু'আ সংক্রান্ত সকল আয়াতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার উসীলা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে- তা মহান আল্লাহ্‌র সত্বার উসীলা হোক বা তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর উসীলা হোক বা তাঁর নৈকট্য দানকারী সৎআমলের উসীলা হোক। আল্লাহ্ তা'আলা যিন্নুন (ইউনূস) আলাইহিস্ সালামের ভাষায় বলেন:

(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)

"আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছি।"[১] তিনি এখানে আল্লাহ্‌র কাছে উসীলা গ্রহণ করেছেন- তাঁর তাওহীদ ও তাঁকে পূতপবিত্র ঘোষণা করার মাধ্যমে এবং অনুতপ্ত হয়ে নিজের অন্যায় ও ক্রটির জন্য স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে যা তওবার স্থলাভিষিক্ত।

(اهدنا) অর্থ: আমাদেরকে (হেদায়াতের পথ) দেখিয়ে দিন, নির্দেশনা দান করুন, তাওফীক দিন।

হেদায়াত দু'প্রকার:

১) পথ দেখানো বা নির্দেশনা দান করার হেদায়াত: এ হেদায়াতের মালিক সকল মানুষ হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) "এবং নিশ্চয় আপনি সরল সঠিক পথের নির্দেশনা দান করবেন।"[২]

২) তাওফীক বা সুপথে পৌঁছে দেয়ার হেদায়াত: এর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি বলেন: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) "নিশ্চয় আপনি যাকে পসন্দ করেন তাকে হেদায়াত করতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।"[৩] অর্থাৎ সৎপথ পাওয়ার তাওফীক দান করেন।

﴿ الصراط المستقيم﴾ অর্থ: "এমন রাস্তা যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই।" আর তা হল বিশুদ্ধ ইসলাম- যা সংজোযন ও বিয়োজন মুক্ত, সকল প্রকার বিদআত ও কুসংস্কার থেকে পরিচ্ছন্ন। এই দু'আটি হল সর্বাধিক উপকারী ও অত্যন্ত ব্যাপক। তাই প্রত্যেক মানুষের উপর এই দু'আ ছালাতের প্রত্যেক রাকাআতে পাঠ করা ওয়াজিব।

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

(সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।)

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾এ আয়াতটি হল পূর্বে উল্লেখিত 'সরল সঠিক পথ' এর ব্যাখ্যাকারী। যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন তারা হচ্ছেন সূরা নিসায় উল্লেখিত ব্যক্তিগণ। আল্লাহ্ বলেন:

---

[১]. সূরা আম্বিয়া-৮৭
[২]. সূরা শূরা- ৫২
[৩]. সূরা ক্বাছাছ- ৫৬

(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا)

"যারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করে তারা সেই সকল ব্যক্তিদের সাথে অবস্থান করবে যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন। তাঁরা হলেন: নবী, ছিদ্দীক (সত্যবাদী), শহীদ এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁরা হলেন সাথী হিসেবে সর্বোত্তম। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, আর আল্লাহ্ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।"[১]

﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ অর্থাৎ- তাদের পথ নয়, যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে। আর তারা হল ইহুদী সম্প্রদায়। কেননা তারা সত্য পথ জেনেও তার অনুসরণ করেনি।

﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ অর্থাৎ- এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর তারা হল খৃষ্টান জাতি। কেননা তারা অজ্ঞতার কারণে সত্য পথ বিচ্যুত হয়েছে, হকের অনুসন্ধান লাভ করতে পারে নি।

এখানে (لا) শব্দ দ্বারা একথার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, দু'টি নীতি রয়েছে যার উভয়টিই বাতিল ও ফাসেদ। তা হল: ইহুদীদের নীতি এবং খৃষ্টানদের নীতি। আর ঈমানদারদের পথ ও নীতি হল নিম্ন লিখিত দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে:

ক) সত্যের জ্ঞান।

খ) সে অনুযায়ী আমল করা।

ইহুদীগণ সত্য জেনেছে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করেনি। আর নাছারাগণ সত্য হারিয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্‌র গযব বা ক্রোধ নাযিল হয়েছে ইহুদীদের উপর। আর বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা খৃষ্টানদের উপর। কেননা যে ব্যক্তি জেনে শুনে সত্য পরিত্যাগ করে সে ক্রোধের হকদার। পক্ষান্তরে যে জানতেই পারেনি সে তো পথভ্রষ্ট হবেই।

﴿آمِيْنْ﴾

(آمين) অর্থ: হে আল্লাহ্ কবূল কর!

আমীন বলার বিধান:

যে ব্যক্তি ছালাতের বাইরে থাকবে তার জন্য 'আমীন' বলা মুস্তাহাব। আর মুছল্লী ব্যক্তির জন্য তা জরুরী। চাই সে একাকী ছালাত আদায় করুক বা ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক। কেননা হযরত আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إذا أمَّنَ الإمامُ فَأمِّنُوا فإنَّهُ مَنْ وافَقَ تَأمِينُهُ تأمِينَ المَلائِكَةِ غفِرَ لهُ ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

"ইমাম যখন 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কেননা যার আমীন ফেরেস্তাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের (ছাগীরা) গুণাহ্ ক্ষমা করা হবে।" ইবনু শিহাব বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমীন' বলতেন।[২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

(إذا قال أحدُكُم في الصلاةِ آمين والملائكة في السماءِ آمين فوافَقَتْ إحداهُما الأخرى غفِرَ لهُ ما تَقدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)

"যখন তোমাদের কেউ ছালাতে আমীন বলে, আর ফেরেস্তারাও আসমানে বলেন আমীন। যদি একজনের আমীন অপরজনের সাথে মিলে যায়, তবে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৩]

এথেকে প্রমাণিত হল, যে ব্যক্তি কোন দু'আয় আমীন বলল সে যেন উক্ত দু'আ নিজেই করল। এজন্যই কেউ কেউ বলেছেন, মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে না। কেননা সূরা ফাতিহা শুনে আমীন বলা তার ঐ সূরা পাঠ করারই পর্যায়ভূক্ত।

---

১. সূরা নিসা- ৬৯

২. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমামের আমীন জোরে বলা। হা/ ৭৩৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ সামিআল্লাহ বলা, আমীন বলা হা/৬১৮।

৩. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ আমীন বলার ফযীলত। হা/ ৭৩৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ সামিআল্লাহ বলা, আমীন বলা হা/৬১৯।

সারকথা:

এই সূরায় যা সন্নিবেশিত হয়েছে:

১) মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা।

২) তাঁর মহত্ব বর্ণনা।

৩) সুউচ্চ গুণাবলী বিশিষ্ট আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম সমূহ উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করা।

৪) পূনরুত্থান তথা ক্বিয়ামত দিবসের আলোচনা।

৫) বান্দাকে নির্দেশনা প্রদান যে, কিভাবে তাঁর দারাবরে তারা প্রার্থনা ও মিনতি পেশ করবে এবং নিজেদের শক্তি সামর্থ থেকে মুক্ত ঘোষণা করবে।

৬) ইবাদত ও তাওহীদকে একমাত্র তাঁর জন্যই নিরংকুশ করা। সকল প্রকার শরীক, নযীর ও তাঁর অনুরূপ কাউকে স্থীর করা থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা।

৭) একমাত্র তাঁরই কাছে সরল সঠিক পথের হেদায়াতের জন্য প্রার্থনা করা।

৮) আমলে ছালেহ (সৎ আমল) করার প্রতি উৎসাহ দান। বাতিল পথ ও নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কী করণ। যাতে করে তার অনুসারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে ক্বিয়ামত দিবসে হাশর-নশর না হয়। আর তারা হল, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয়েছে (ইহুদী) এবং যারা বিভ্রান্ত হয়েছে (খৃষ্টান)।

এই সূরায় আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ:

১) এ সূরাটি তাওহীদের তিনটি প্রকারকেই শামিল করে। তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্ নেয়া হয়েছে এই আয়াত থেকে: (رب العالمين) আর তাওহীদে উলুহিয়্যাহ্ নেয়া হয়েছে এই আয়াত থেকে: (إياك نعبد وإياك نستعين) এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াছ্ ছিফাত (নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ) নেয়া হয়েছে এই আয়াতগুলো থেকে: (رب العالمين) ও (الرحمن الرحيم) এবং (مالك يوم الدين) ।

২) অনুগ্রহের সম্বন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে করা হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমেঃ (صراط الذين أنعمت عليهم)। আর (غير المغضوب عليهم) এই আয়াতে ক্রোধ বা গযবের আলোচনায় কর্তৃকারক উহ্য করা হয়েছে। যদিও প্রকৃত পক্ষে এর কর্তা তিনিই। (এ থেকে বুঝা যায় ভাল ও কল্যাণকর বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধ করা হয়; পক্ষান্তরে মন্দ বিষয় তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয় না। যদিও উভয় বিষয়ের স্রষ্টা তিনিই।)

৩) এই সূরা তাক্বদীরকে সাব্যস্ত করে। আর একথাও সাব্যস্ত করে যে, বান্দাই তার যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রকৃত কর্তা। ক্বাদরীয়া ও জাবরীয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদা এর বিপরীত। বরং এ সূরাতে সকল বিদআতী ও পথভ্রষ্টদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। আর (اهدنا الصراط المستقيم) আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু একক ভাবে হেদায়াত ও বিভ্রান্তি করণের মালিক। ক্বাদরিয়াদের বিশ্বাস এর বিপরীত। তারা বলে: বান্দাই স্বীয় কর্ম এখতিয়ার করে এবং বাস্তবায়ন করে। তারা এক্ষেত্রে কুরআনের মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট) আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে। আর তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যানকারী সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পরিত্যাগ করে। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে। তিনি বলেন,

تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ

একদা রাসূলুল্লাহ সূরা আলে ইমরান-৭ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, আল্লাহ বলেন, "তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলো কিতাবের আসল অংশ। আর কিছু আছে অস্পষ্ট। যাদের অন্তরে বক্রতা ও কুটিলতা আছে তারা বিভ্রান্তি প্রসারের লক্ষ্যে এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবেহ তথা অস্পষ্ট (আয়াত)গুলোর অনুসরণ করে। সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের

পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধ শক্তি সম্পন্ন লোক ছাড়া কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।” আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “যখন তোমরা কাউকে দেখবে কুরআনের মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট) আয়াত সমূহের অনুসরণ করছে। তখন জানবে তারা সেই লোক আল্লাহ্ যাদের নাম উল্লেখ করেছেন সুতারং তাদের থেকে তোমরা সতর্ক থাকবে।”[১] অতএব আল্লাহ্র সকল প্রশংসা যে, বিদআতীর জন্যে কুরআনে কোন দলীল নেই।

৪) এই আয়াতের মাঝে নবুয়তের স্বীকৃতি রয়েছে: (اهدنا الصراط المستقيم) কেননা রেসালাত ছাড়া সঠিক পথ হাছিল করা কখনই সম্ভব নয়।

৫) আমল সমূহের প্রতিফল এবং শরীরের পূণরুত্থান সাব্যস্ত করা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা: (مالك يوم الدين)

৬) এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা যে ওয়াজিব তা বর্ণনা করা হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে:(إياك نعبد وإياك نستعين)

প্রশ্নমালা:

১) সূরা ফাতিহার ৫টি নাম উল্লেখ কর। সূরাটি কোথায় নাযিল হয়েছে?

২) সূরা ফাতিহার ফযীলত সংক্রান্ত দু'টি হাদীছ উল্লেখ কর।

৩) ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে আলেমগণ তিনটি মত পেশ করেছেন। তম্মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য মতটি বর্ণনা কর।

৪) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ বর্ণনা কর:

آمين ، الضالين ، المغضوب عليهم، نعبد ، يوم الدين ، الرحمن ، العالمين ، الله

৫) এ সূরাটিতে অনেকগুলো মাসআলা সন্নিবেশীত হয়েছে। তম্মধ্যে ৩টি উল্লেখ কর।

৬) আল্লাহ্র এই বাণী: (صراط الذين أنعمت عليهم) দ্বারা একটি বিভ্রান্ত দলের প্রতিবাদ করা হয়েছে। উক্ত দলটি কোন দল? আর কিভাবে তাদের প্রতিবাদ করবে?

[১]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ তাফসীরুল কুরআন, অনুচ্ছেদঃ ...منه آيات محكمات আয়াতের ব্যাখ্যা, হা/৪১৮৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদঃ কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করা নিষেধের বর্ণনা। হা/ ৪৮১৭।

সূরা নাসের তাফসীর

মু'আব্বেযাতাইন (বা সূরা ফালাক্ব ও নাসের) ফযীলত:

উক্ববা বিন আমের (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و ﴿ قل أعوذ برب النّاس﴾

"তুমি কি জান এমন আয়াত সমূহের কথা যা আজ রাতে নাযিল হয়েছে? যার অনুরূপ আয়াত ইতোপূর্বে কখনো নাযিল হয়নি। ইহা হল: (قل أعوذ برب الناس) ও (قل أعوذ برب الفلق)"।[১]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

(كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِن عَيْنِ الْجِنِّ وَعَيْنِ الإنْسَانِ فَلَماَّ نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذلِكَ.)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জিন ও মানুষের বদনযর হতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় কামনা করতেন। যখন এই সূরা দু'টি নাযিল হয়, তখন সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এ দু'টি সূরার মাধ্যমেই তিনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করতেন।"[২]

কখন মু'আব্বেযাতাইন পাঠ করতে হয়ঃ

১) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেঃ আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রতি রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন দু'হাতকে একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং পড়তেন: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) এবং (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ও (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) তারপর হাত দু'টি দিয়ে সাধ্যানুযায়ী শরীরের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। প্রথমে মাথা, মুখ এবং শরীরের সম্মুখ ভাগ মাসেহ্ করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন।[৩]

২) প্রত্যেক ফরয নামাযের পরঃ উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

﴿أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ﴾

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে মুআব্বেযাত (সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস) পাঠ করি।[৪]

৩) সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য যিকিরের সাথে এই সূরাগুলো পাঠ করাঃ মুআয বিন আবদুল্লাহ্ বিন খুবাইব হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

﴿خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا قَالَ فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾

---

[১]. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ মুআব্বেযাতাইন পাঠ করার ফযীলত। হা/ ১৩৪৮।

[২]. [ছহীহ] নাসাঈ, অধ্যায়ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা, অনুচ্ছেদঃ জিনের নযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। হা/ম ৫৩৯৯। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা, অনুচ্ছেদঃ মুআব্বেযাতাইন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করার বর্ণনা। হা/ ১৯৮৪। ইবনু মাজাহ্ অধ্যায়ঃ চিকিৎসা, অনুচ্ছেদঃ বদ নযর থেকে ঝাড়-ফুঁক করার বর্ণনা। হা/৩৫০২। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, ছহীহুল জামে হা/ ৪৯০২। মিশকাত হা/ ৪৫৬৩।

[৩]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ মুআব্বেযাত পাঠ করার ফযীলত। হা/ ৪৬৩০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ মুআব্বোযাত এবং ফুঁ দেয়ার মাধ্যমে রুগীকে ঝাড়-ফুঁক করা। হা/ ৪০৬৫।

[৪]. [ছহীহ] আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায অনুচ্ছেদ ইস্তেগফার, হা/ ১৩০২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কুরাআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ মুআব্বেযাতাইন সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। হা/ ২৮২৮। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ নামাযে ভুল করার বর্ণনা, অনুচ্ছেদঃ নামায শেষ করে মুআব্বেযাত পাঠ করার নির্দেশ। হা/১৩১৯। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, সিলসিলা ছহীহা হা ২/৬৪৫ ছহীহ আবু দাউদ, হা/ ১৩৬৩।

একদা বৃষ্টিময় কঠিন অন্ধকার রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনুসন্ধান করার জন্য বের হলাম। যাতে করে তিন আমাদেরকে নামায পড়ান। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, বল, আমি কিছুই বললাম না। তারপর তিনি বললেন, বল, এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি বললেন, বল, আমি বললাম, কি বলব? তিনি বললেন, "যখন সন্ধ্যা হবে তখন তিনবার পাঠ করবে (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) এবং মুআব্বেযাতাইন। তাহলে ইহা সব কিছু থেকে (সব কিছুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে) তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"[১]

৪) **শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের সময় মুআব্বেযাত পাঠ করাঃ** আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا﴾

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থতা অনুভব করলে মুআব্বেযাত পাঠ করে নিজের উপর ফুঁ দিতেন। যখন তিনি কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন আমি উহা পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে মাসেহ করে দিতাম, তাঁর হাতের বরকতের আশায়।[২]

৫) **বিতর নামাযেঃ** আবদুল আযীয বিন জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতর নামাযে কি পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি প্রথম রাকাতে (সব্বেহিসমা রাব্বিকাল আ'লা) পাঠ করতেন, দ্বিতীয় রাকাতে পাঠ করতেন (কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরূন) এবং তৃতীয় রাকাতে পাঠ করতেন, (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) এবং মুআব্বেযাতাইন।[৩]

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ(١) مَلِكِ النَّاسِ(٢) إِلَهِ النَّاسِ(٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ(٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ(٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ(٦)

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার। ২) মানুষের অধিপতির। ৩) মানুষের মা'বূদের। ৪) সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রনা দেয় ও আত্মগোপন করে। ৫) মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়। ৬) জিনদের মধ্যে থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

তাফসীরঃ

(أَعُوذ) অর্থ: আমি আশ্রয় কামনা করছি, শরণাপন্ন হচ্ছি।

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ) এখানে প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল: ১) রুবুবিয়্যাহ্ বা প্রভূত্ব, ২) রাজত্ব এবং ৩) উলুহিয়্যাহ্ বা দাসত্ব। তিনি সব কিছুর প্রতিপালক, মালিক এবং মা'বূদ। যাবতীয় বস্তু তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই অধিনস্থ, তাঁরই দাস। তাই আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে এই সকল গুণবিশিষ্ট সত্বার শরণাপন্ন হতে আদেশ করা হয়েছে। সে আশ্রয় প্রথনা করবে কুমন্ত্রনা দানকারী খান্নাস শয়তানের অনিষ্ট থেকে। খান্নাস সেই শয়তানকে বলা হয়, যে মানুষের সামনে অশ্লীলতাকে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে, তাদের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়।

---

[১] [হাসান] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদঃ বিপদোদ্ধার প্রভৃতির অপেক্ষা করা। হা/ ৩৪৯৯। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব-শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদঃ প্রভাতে কি পাঠ করবে। হা/ ৪৪১৯। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, হা/ ৫৩৩৩। হাদীছটি আলবানী হাসান বলেন, ছহীহ তিরমিযী হা/ ৩৫৭৫। ছহীহ আবু দাউদ, হা/ ৫০৮২।

[২] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ মুআব্বেযাত পাঠ করার ফযীলত। হা/ ৪৬২৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ মুআব্বেযাত এবং এবং ফুঁ দেয়ার মাধ্যমে রুগীকে ঝাড়-ফুঁক করা। হা/ ৪০৬৬।

[৩] . [ছহীহ] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ বিতর নামাযে কি পাঠ করবে। হা/ ৪২৫। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ বিতর নামাযে যা পাঠ করবে। হা/ ১২১৩। ইবনু মাজাহ্ অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করা এবং তার মধ্যে সুন্নাত। অনুচ্ছেদঃ বিতর নামাযে যা পাঠ করবে। হা/ ৪৬৩।

(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) মানুষের সাথে নিযুক্ত শয়তানকে খান্নাস বলা হয়। কেননা আদম সন্তানের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একজন করে সাথী (শয়তান) নিযুক্ত করা হয়েছে। সে তার জন্য খারাপ কাজগুলোকে সুসজ্জিত করে পেশ করে। এর অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ্ হেফাযত করেন।

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ اللهُ بِهِ قَرِيْنَهُ مِنَ الْجِنِّ. قَالُوْا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ وَإِيَّايَ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَأْمُرُنِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ)

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একজন করে (শয়তান) জিন সাথী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা (ছাহাবীগণ) আরজ করলেন: আপনার সাথেও কি হে আল্লার রাসূল? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে আল্লাহ্ আমাকে তার উপর বিজয়ী করেছেন। সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। সুতরাং সে আমাকে কল্যাণকর বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর পরামর্শ দেয় না।"[১]

আলী বিন হুসাইন হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে (তাঁর স্ত্রী) ছফিয়্যাহ্ বিনতে হুওয়াই (রা:) আগমণ করলেন। (তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মসজিদে এ'তেকাফরত ছিলেন।) ছফিয়্যাহ্ যখন ফিরে যাচ্ছিলেন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এগিয়ে দিতে গেলেন। এমন সময় দু'জন আনছারী ছাহাবী তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, এ তো ছিল ছফিয়্যাহ্ (আমার স্ত্রী)। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন,

(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ)

"নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তানের শিরা-উপশিরায় (রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ন্যায়) প্রবাহিত হয়।" (তাকে কুমন্ত্রনা দেয়)।[২]

﴿عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ.﴾

আবূ মুলাইহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি জনৈক ব্যক্তি (ছাহাবী) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাঁর আরোহীর পিছনে বসা ছিলাম। এমন সময় আরোহীটি পা ফসকে পড়ে গেল। তখন আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন: "শয়তান ধ্বংস হোক এরূপ বলো না, কেননা এতে সে নিজেকে খুব বড় মনে করে এমনকি ঘরের মত হয়ে যায় এবং বলে আমার নিজ শক্তি দ্বারা একাজ করেছি; বরং এরূপ মূহুর্তে বলবে 'বিসমিল্লাহ্'। এতে সে অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায় এমনকি মাছি সদৃশ্য হয়ে যায়।"[৩]

এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, অন্তর যখনই আল্লাহর স্মরণ করে শয়তান তখনই সংকুচিত ও পরাজিত হয়। আর যখনই আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হয়, সে নিজেকে বড় ভাবে এবং বিজয়ী হয়।

সাঈদ বিন যুবাইর (রহ:) আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা:) থেকে উক্ত (الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) আয়াতের তাফসীরে বলেন: শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে চেপে বসে থাকে। যখন সে ভুল করে বা উদাসীন হয়, তখনই সে কুমন্ত্রনা দেয়। অতঃপর যখন হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন সে পশ্চাতে সরে যায় কুমন্ত্রনা দেয়া ছেড়ে দেয়।[৪]

ইবনু ছওর তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কুমন্ত্রনা দানকারী শয়তান বনী আদমের সুখে-দুঃখে তার অন্তরে ফুৎকার (প্ররোচনা) দেয়। কিন্ত আল্লাহ্কে স্মরণ করলেই শয়তান পশ্চাতে সরে যায়।[৫]

---

১. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ ক্বিয়ামত এবং জান্নাত, অনুচ্ছেদঃ শয়তানের একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কানো এবং তার বাহিনী প্রেরণ। হা/ ৫০৩৪।
২. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ আহকাম, অনুচ্ছেদঃ সাক্ষ্য বিচারকের নিকট দিতে হবে। হা/৬৬৩৬। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির সাথে যদি তার স্ত্রী বা মাহরাম মহিলা একাকী থাকে এবং কেউ তা দেখে তবে তাকে একথা বলা মুস্তাহাব যে এ মহিলা উমুক। হা/ ৪০৪১।
৩. [ছহীহ] মুসনাদে আহমাদ হা/ ১৯৭৮২। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব-শিষ্টচার, অনুচ্ছেদঃ এরকম বলবে না আমার প্রাণ খবিছ হয়ে গেছে। হা/ ৪৩৩০। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, ছহীহ তারগীব তারহীব হা/ ৩১২৯। ছহীহ আবু দাউদ হা/ ৪৯৮২।
৪. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা- ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবী শায়বা। সপ্তম খন্ড পৃঃ ১৩৫।
৫. তাফসীর তাবারী- ইমাম মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারী। তিরিশতম খন্ড পৃষ্ঠাঃ ৩০/৩৫৫।

(الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) এই আয়াতে 'নাস' দ্বারা মানুষ ও জিন উভয়কে বুঝানো হয়েছে । একথার সমর্থন হল পরবর্তী আয়াত: (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) অর্থাৎ মানুষ ও জিন থেকে।

কেউ কেউ বলেছেন: এ (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) আয়াতটি আগের (الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) আয়াতটির ব্যাখ্যা। অর্থাৎ- যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়, সে হচ্ছে শয়তান মানুষ এবং শয়তান জিন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾

"আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শয়তান মানুষ ও জিন নির্দিষ্ট করেছি। তারা একে অপরের নিকট ধোকাপূর্ণ চাকচিক্যময় কথা প্রেরণ করে থাকে।"[১]

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

﴿جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ﴾

ছাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে আরজ করল: কখনো কখনো এমন কথা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়, যা উচ্চারণ করাকে আমরা বড় ধরণের পাপ মনে করি। তিনি বললেন: সত্যই কি তোমরা এরূপ অনুভব করে থাক? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই হল সুস্পষ্ট ঈমানের পরিচয়।"[২]

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই আল্লাহ যা হালাল করেছেন এবং যা হারাম করেছেন তার সবকিছুই বিস্তারিতভাবে তাঁর উম্মতের কাছে বর্ণনা করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এরবায বিন সারিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

﴿قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلا هَالِكٌ﴾

"নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে এমন স্বচ্ছ ও নির্মল পথের উপর ছেড়ে যাচ্ছি যার রাত ও দিন এক সমান। (এর সব কিছু যেন মধ্য দিনের আলোর মত দ্বীপ্তমান ও ঝলমলে। অর্থাৎ ইসলামে গোপন বা অস্পষ্ট বা রাখ-ঢাক বলতে কিছু নেই।) ধ্বংসপ্রাপ্ত লোক ছাড়া কেউ তা থেকে বিচ্যুত হয় না।"[৩]

সূরাটির তাফসীরঃ

মুআব্বেযাতাইনের দু'টি সূরার মধ্যে থেকে এটি একটি সূরা। সূরা দু'টি হচ্ছেঃ ফালাক ও নাস। প্রথম সূরাটিতে চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছেঃ ১) সৃষ্টির সকল কিছুর অনিষ্ট থেকে, ২) রাতের অন্ধকারে বা চন্দ্রের গমণের পর যে অন্ধকার আসে তাতে যা ঘটে তার অনিষ্ট থেকে ৩) গ্রন্থীতে ফুৎকার প্রদানকারীনীর যাদুর অনিষ্ট থেকে। ৪) হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে। মানুষ যে সকল বস্তু ভয় করে ও তার ক্ষতির আশংকা করে তার সবকিছু এই চারটি জিনিসের মধ্যে শামিল রয়েছে।

কিন্তু সূরা নাসের মধ্যে শুধুমাত্র একটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ইহা উক্ত চারটি থেকে অত্যধিক ভয়ানক। কেননা এটা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্তর নষ্ট হলে সব কিছু নষ্ট আর অন্তর ঠিক থাকলে সব কিছু ঠিক থাকবে। এই কারণে সূরা নাসে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনাদানকারী খান্নাস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বিশেষভাবে দু'আ করা হয়েছে।

এ জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর অনুসারী উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন মানুষের পালনকর্তার দরবারে আশ্রয় কামনা করে, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের মালিক ও কর্তা এবং তাদের মা'বূদ-উপাস্য, তিনি ছাড়া তাদের প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তারা

---

[১]. সূরা আনআম- আয়াত ১১২।

[২]. [ছহীহ} মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ ঈমানে ওয়াসওয়াসা হওয়ার বর্ণনা। হা/ ১৮৮।

[৩]. [ছহীহ] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ বিদ্যা, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতের অনুসরণ এবং বিদআত বর্জন। হা/ ২৬০০। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাত, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। ইবনু মাজাহ্, অধ্যায়ঃ ভুমিকা, অনুচ্ছেদঃ সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ। হা/ ৪৩। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, সিলসিলা ছহীহা হা/ ৯৩৭।

আশ্রয় প্রার্থনা করবে শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে। শয়তান মানুষের অন্তরে এমন গোপনীয়ভাবে কুমন্ত্রনা জাগ্রত করে যা শোনা যায় না সহজে অনুধাবন করা যায় না। ফলে অন্তরে সৃষ্টি হয় সন্দেহ-সংশয়, ভয়-ভীতি এবং খারাপ ধ্যান-ধারনা। শয়তান অশ্লীল বিষয়কে সুন্দর-সুসজ্জিত করে পেশ করে, ভাল বিষয়কে নিকৃষ্টভাবে তার সামনে পেশ করে। আর এটা তখনি হয় মানুষ যখন আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হয়।

(الخناس) 'খান্নাস' হচ্ছে জিনের অন্তর্গত শয়তানের পরিচয়। মানুষ যখন তার পালনকর্তাকে স্মরণ করে তখন সে গোপন হয়ে যায়। যেন সে চলেই গেল কিন্তু আসলে সে যায়নি। মানুষ আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হলেই সে ফিরে এসে কুমন্ত্রনা প্রদান করে।

(مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) অর্থাৎ- মানুষকে কুমন্ত্রনা প্রদানকারী যেমন জিনের মধ্যে থেকে হয়ে থাকে; অনুরূপ মানুষও মানুষকে কুমন্ত্রনা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ- মানুষের কুমন্ত্রনা হচ্ছে, শয়তানী কার্যক্রমকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা, নিকৃষ্ট বস্তুকে আকর্ষণীয় করা, অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা, বিভ্রান্তিকর খারাপ বাক্য দ্বারা অন্তরে দোলা জাগ্রত করা। এই কারণে জিন শয়তানের দ্বারা মানুষের যা ক্ষতি হয় তার চাইতে বেশী ক্ষতি হয় মানুষ শয়তান দ্বারা মানুষের। কেননা আঊযবিল্লাহ্ প্রভৃতি পাঠ করার মাধ্যমে জিন শয়তানকে বিতাড়িত করা সম্ভব। কিন্তু মানুষ শয়তানকে বিতাড়িত করা যায় না। অবশ্য তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে হলে তার সাথে কৃত্রিম আচরণ করতে হবে এবং কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে।

এই সূরা থেকে যা শিক্ষা লাভ করা যায়ঃ

১) মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করা ওয়াজিব।
২) আল্লাহর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি।
৩) ইস্তেআযার শব্দ হচ্ছেঃ আঊযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম। ছহীহ হাদীছে এভাবেই বর্ণনা এসেছে।

প্রশ্নমালাঃ

১) মুআব্বেযাতাইনের ফযীলতে দু'টি হাদীছ উল্লেখ কর।
২) যেসকল ক্ষেত্রে মুআব্বেযাতাইন পাঠ করতে হয় তা থেকে দু'টি ক্ষেত্র দলীলসহ উল্লেখ কর।
৩) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ: أعوذ – الوسواس – الخناس – من الجنة والناس.
৪) মানুষ যদি পা ফসকে পড়ে যায় তবে কি বলবে? এক্ষেত্রে একটি দলীল উল্লেখ কর।
৫) মানুষের মধ্যে কি শয়তান আছে? দলীল সহ জবাব দাও।
৬) সূরার সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিখ।
৭) এই সূরা থেকে কি শিক্ষা লাভ করা যায়?

সূরা ফালাক্বের তাফসীর

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ(٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ(٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(٥)

সরল অর্থ:

১) বলুন আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার। ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৫) আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

তাফসীর:

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)

ফালাক্ব (**الفلق**) শব্দটির কয়েকটি তাফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন: **الصبح** বা প্রভাত। ইমাম বুখারী স্বীয় [ছহীহ্] গ্রন্থে এ অর্থ গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের অর্থ: আমি শরণাপন্ন হচ্ছি, আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের স্রষ্টার কাছে।

(مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)

অর্থাৎ- জিন, মানুষ, প্রাণীকুল প্রভৃতি সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে।

(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)

মুজাহিদ বলেন: **الغاسق** অর্থ: রাত্রি। **إِذَا وَقَبَ** অর্থ: সূর্যাস্ত। অন্যরা বলেছেন: **الغاسق** অর্থ: চন্দ্র। তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন, মা আয়েশা (রা:) এর এই হাদীছ। তিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ

"এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে আয়েশা! এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় কামনা কর। কেননা এর নাম হল **الغاسق** গাসেক্ব যখন সে সমাগত হয়।"[১]

আয়াতের অর্থ হল: চাঁদের উদয় বা সূর্যের অস্তই প্রমাণ বহন করে যে, রাতের আগমণ ঘটেছে। যে ব্যাপারে আমাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ করা হয়েছে। সময়টি হল শয়তানদের বিচরণের সময়। **والله أعلم**

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾

অর্থাৎ- "যাদুকারিণীগণ, যারা গ্রন্থীতে ফুঁৎকার দেয়ার সাহায্যে যাদু করে থাকে, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَأَيْنَ

---

[১]. [হাসান ছহীহ] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কুরআনের তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ মাআব্বেযাইনের একটি সূরা হচ্ছে ... হা/ ৩২৮৮। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলেন, ছহীহ তিরমিযী হা/ ৩৩৬৬।

قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا﴾

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে যাদু করা হয়েছিল। তার প্রভাব এমন হয়েছিল যে, তিনি স্ত্রীদের কাছে না গিয়েও মনে করতেন যে, তাদের কাছে গিয়েছেন।

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন: এটা যাদুর সবচাইতে কঠিন অবস্থা। তিনি বলেন: একদিন তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আয়েশাকে বললেন: তুমি কি জান আমি যে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়েছেন? (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'ব্যক্তি আসল। তাদের একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রে উপবিষ্ট ব্যক্তি অপরজনকে বলল, ইনার কি হয়েছে? সে উত্তরে বলল, ইনি যাদুগ্রস্থ। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: কে যাদু করেছে? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র বানু যুরাইক গোত্রের মুনাফিক লবীদ বিন আ'ছাম যাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল, কি বস্তুতে যাদু করেছে? উত্তর হল, তাঁর একটি চিরুনীতে ও কয়েকটি চুলে। প্রশ্ন হল, সেগুলো কোথায়? জবাব হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বি'র যারওয়ান' নামক কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

আয়েশা বলেন: তারপর রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উহা বের করার জন্য কূপটির কাছে গিয়ে বললেন, স্বপ্নে এই কূপটি আমাকে দেখানো হয়েছে। তার পানি যেন মেহেদী রং মিশ্রিত ছিল এবং উহার আশ-পাশের খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মস্তকের মত কুৎসিত।

অতঃপর চিরুনিটি সেখান থেকে বের করে আনা হল। আয়েশা (রা:) বলেন: আমি বললাম: যে ব্যক্তি আপনাকে যাদু করেছে তাকে অনুরূপ যাদু দ্বারা প্রতিহত করলেন না কেন? তিনি বললেন: আল্লাহ্র কসম তিনি আমাকে রোগ মুক্তি দিয়েছেন। আমি কারো জন্য বিপদের কারণ হতে চাই না।[১]

ইবনু আব্বাস ও আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন: জনৈক ইহুদী বালক রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাজকর্ম করত। একদা ইহুদীরা তাকে ফুঁসলিয়ে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর কয়েকটি চিরুনীকৃত চুল ও চিরুনীর কয়েকটি দাঁত হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর তারা উহাতে যাদু করে।[২]

আবু সাঈদ (রা:) বর্ণনা করেন, জিবরীল (আ:) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি (জিবরীল) এই দু'আ করলেন:

(بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ)

"আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি পীড়াদায়ক সকল বস্তু হতে, হিংসুকের বদনযর ও প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ আপনাকে রোগ মুক্ত করুন। আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।"[৩]

(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

'হাসেদ' অর্থ হিংসুক। হিংসুক সেই ব্যক্তিকে বলে যে অপরের নে'য়ামত দূর হয়ে যাওয়াকে পসন্দ করে এবং উহা দূর করার জন্য নিজেও প্রচেষ্টা চালায়। এই কারণে তার ষড়যন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য ও অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার দরকার হয়। হাসেদ বা হিংসুকের অন্তর্গত হল কুদৃষ্টি (বদনযর) নিক্ষেপকারী। কেননা বদনযর তার-ই থাকে যে হিংসুক হয় এবং খবীছ অন্তরের হয়।

সূরার সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ

মদীনায় যখন ইহুদী লাবীদ বিন আ'ছাম নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যাদু করে তখন আল্লাহ মুআব্বেযাতাইন নাযিল করেন। জিবরীল (আঃ) তাঁকে এই দু'টি সূরা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করেন। আল্লাহ তাঁকে আরোগ্য দান করেন। তাই সূরা দু'টি মাদানী। এই সূরায় আল্লাহ তাঁর নবীকে আদেশ দিয়েছেন প্রভাতের

[১]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ ত্বিব্ব, অনুচ্ছেদঃ যাদু খুঁজে বের করা....। হা/ ৫৩২৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ যাদু। হা/ ৪০৫৯।
[২]. তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/৫৭৫।
[৩]. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ চিকিৎসা, রোগ ও ঝাড়-ফুঁক। হা/ ৪০৫৬।

পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতে। কেননা তিনিই প্রভাতকে আলোকজ্জলকারী, বীজ এবং আঁটি প্রস্তুতকারী। তিনি ছাড়া একাজ কেউ করতে পারে না। তাঁর ক্ষমতা অসীম জ্ঞান সুপ্রশস্ত। তাঁরই কাছে সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। উক্ত সৃষ্টি চাই মানুষ হোক বা পশু-পাখি হোক বা জড় পদার্থ হোক। মোটকথা আল্লাহর সৃষ্টির সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করতে হবে।

অনুরূপভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকারে যে অনিষ্ট থাকে তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতে। চন্দ্রের অনিষ্ট থেকে যখন সে অস্তমিত হয়। কেননা রাতের সমাগম ঘটলে বা চন্দ্রের প্রস্থান হলে বিষধর সাপ, হিংস্র প্রাণী, চোর-ডাকু, সন্ত্রাসী-রাহাজানিকারী প্রভৃতি বের হয়।

অনুরূপভাবে যাদুকারীনীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যে সমস্ত নারী মন্ত্র পড়ে গিরায় ফুঁৎকার দিয়ে যাদু করে। এমনিভাবে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করবে। যে লোক হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায় তোমাকে বিপদে ফেলতে চায়।

এই সূরা থেকে যা শিক্ষা লাভ করা যায়ঃ

১) প্রত্যেক ভীতিকর বস্তু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব। ঐ বস্তু গোপন থাকার কারণে অথবা তা প্রতিরোধ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে হওয়ার কারণে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

২) যাদু এবং বদনযরের অনিষ্টতা ভয়ানক হওয়ার কারণে বিশেষভাবে এ দু'টি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করা হয়েছে।

৩) যাদু সত্য এবং তার প্রভাব রয়েছে। এটা কোন কল্পনা বা খেয়াল নয়।

৪) গিরায় ফুৎকার প্রদান করা হারাম। কেননা উহা যাদুর অন্তর্গত। আর যাদু কুফরী। আল্লাহ বলেন, "কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত। আর বাবেল শহলে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ে একথা না বলে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্যই; কাজেই তোমরা কাফের হইও না।"[১]

৫) নিশ্চিতভাবে হিংসা করা হারাম কাজ। কেননা এটা এমন রোগ যার ফলে আদমের সন্তান হাবীল তার ভাইকে হত্যা করেছিল। ইউসুফ (আঃ)এর ভায়েরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।

৬) গিবতা হিংসার অন্তর্ভূক্ত নয়। অর্থাৎ- কারো কল্যাণ দেখে নিজের জন্য উহা কামনা করা। এবং ঐ ব্যক্তির কোন ক্ষতির কামনা মনে না নিয়ে আসা।
আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দুটি কাজ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে হিংসা করা বৈধ নয়। (১) এক ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে শক্তি দিয়েছেন সৎপথে উহা ব্যয় করার। (২) আর এক ব্যক্তি আল্লাহ তাকে হিকমত তথা প্রজ্ঞা দিয়েছেন, সে তা দ্বারা বিচার ফায়সালা করে বা সিদ্ধান্ত নেয় এবং অন্যকে উহা শিক্ষা দান করে।[২]

প্রশ্নমালা:

১) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ:

الفلق- من شر ما خلق – غاسق إذا وقب – النفاثات في العقد – الحسد .

২) রাসূলূল্লাহ্ ﷺকে কি যাদু করা হয়েছিল? কে করেছিল এবং কিভাবে করেছিল?

৩) হিংসুক কাকে বলে? কিভাবে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচা যায়?

৪) সূরা সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিখ।

৫) এ সূরা থেকে যা শিক্ষা লাভ করা যায় তা থেকে তিনটি লিখ।

[১]. সূরা বাক্বারা- ১০২।

[২]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ বিদ্যা, অনুচ্ছেদঃ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় হিংসা করা। হা/ ৭১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায এবং কছর করা, অনুচ্ছেদঃ কুরআন পাঠ কারীর ফযীলত। হা/ ১৩৫২।

সূরা ইখলাছের তাফসীর

শানে নযূল:

উবাই বিন কা'বা (রা:) থেকে বর্ণিত। একদা মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে বলল: আমাদের সামনে তোমার রবের বংশ পরিচয় বর্ণনা কর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ) আর الصَّمَدُ হচ্ছেন তিনি যিনি (لَم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) "কাউকে জন্ম দেননি এবং না তিনি কারো থেকে জন্মিত।" কেননা জন্মপ্রাপ্ত বস্তু মাত্রেই মৃত্যুবরণ করে। আর মৃত্যুবরণকারী সকল বস্তুরই উত্তরাধীকার রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু বরণ করবেন না, তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও নেই। (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) "এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" তাঁর সদৃশ্য, তাঁর বরাবর কেউ নেই। তাঁর অনুরূপও কোন কিছু নয়।"[১]

সূরাটির ফযীলতঃ

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনছারী ছাহাবী মসজিদে কুবায় ইমামতি করতেন। যখনই তিনি (সূরা ফাতিহার পর) কোন সূরা দিয়ে ক্বিরাত আরম্ভ করতেন তখন প্রথমে এই সূরা (**قل هو الله أحد**) শেষ পর্যন্ত পড়ে নিতেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন। আর এরূপ তিনি প্রতি রাকাআতেই করতেন। মুছল্লীগণ তাকে বললেন: আপনি প্রথমে এই সূরা দিয়ে ক্বেরাত শুরু করছেন তারপর তা যথেষ্ট নয় ভেবে অন্য সূরা পাঠ করছেন। আপনি হয় শুধু এই সূরাটি পাঠ করুন। অথবা এটা ছেড়ে অন্য কোন সূরা পাঠ করুন। তিনি বললেন: আমি উহা পরিত্যাগ করতে রাজি নই। তোমরা যদি চাও তাহলে এভাবেই তোমাদের ইমামতি করব। আর যদি অপছন্দ কর তবে তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিব। তারা মনে করতেন তিনি তাদের মাঝে সর্বাধিক যোগ্যতম ব্যক্তি, আর অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক এটাও তারা অপসন্দ করতেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একদা তাদের নিকট এলে তারা ব্যাপারটি তাঁর কাছে পেশ করলেন। তিনি সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে উমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে পরামর্শ দিচ্ছে তা গ্রহণ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আর কেনই বা তুমি উক্ত সূরা প্রতি রাকাআতে পাঠ করছো?" জবাবে তিনি বললেন: আমি উহা খুব ভালবাসি। তিনি বললেন: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ "এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"[২]

আবূ সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি শুনতে পেল, এক লোক বারবার (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) তথা সূরা ইখলাছ পাঠ করছে। সে তার এ পড়াকে খুবই অল্প মনে করে সকালে এসে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অভিযোগ পেশ করল। তখন তিনি বললেন: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ "শপথ ঐ সত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় এই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।"[৩]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা কোন সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করে একজন লোককে প্রেরণ করলেন। লোকটি অধিনস্ত লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ানোর সময় প্রতি রাকাতে ক্বিরাত পাঠের শেষে কুল হুওয়াল্লাহু সূরা পাঠ করতেন। বাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে লোকেরা বিষয়টি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থাপন করল। তিনি বললেন, তাকে জিজ্ঞেস কর কেন সে এরূপ করতো? তারা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সূরাটি মহান আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত। তাই আমি উহা পড়তে ভালবাসি। তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ "তাকে তোমরা জানিয়ে দাও আল্লাহও তাকে ভালবাসেন।"[৪]

---

[১] . [হাসান] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ তাফসীরুল কুরআন, অনুচ্ছেদঃ সূরা ইখলাছের তাফসীর হা/ ৩২৮৭। আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেন।

[২] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ দু'টি সূরাকে একত্রে পাঠ করা।

[৩] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ কুল হুওয়াল্লাহু পাঠের ফযীলত.. হা/ ৪৬২৭।

[৪] . [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ তাওহীদ, অনুচ্ছেদঃ নবী ﷺএর তাঁর উম্মতের জন্য দু'আ করা। হা/ ৬৮২৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায এবং কছর করা, অনুচ্ছেদঃ কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ কারীর ফযীলত। হা/ ১৩৪৭।

সূরাটি কখন পাঠ করা শরীয়ত সম্মতঃ

নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে এ সূরা পাঠ করা সুন্নাতঃ

ক) কা'বা ঘর তওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামায পড়ার সময় দ্বিতীয় রাকাতে এই সূরাটি পড়বে। জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... তারপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্বামে ইবরাহীমের নিকট পৌঁছলেন এবং পাঠ করলেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে মুছাল্লা হিসেবে গ্রহণ কর।" তারপর তিনি কা'বা এবং তাঁর মাঝে মাক্বামে ইবরাহীমকে রেখে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তাতে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ ও কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন পাঠ করলেন।[১]

খ) ফজর এবং মাগরিবের সুন্নাত নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে। আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অগনিতবার শুনেছি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাগরিব এবং ফজরের সুন্নাতে কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করেছেন।[২]

গ) নিদ্রার পূর্বে।

ঘ) প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর।

ঙ) সকাল-সন্ধ্যার যিকিরের সাথে অন্তর্ভূক্ত করে। সূরাটি তিনবার করে পাঠ করবে।

চ) বিতির নামাযে।

ছ) দশবার পাঠ করা। মুআয বিন আনাস আল জুহানী থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি শেষ পর্যন্ত দশবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। তখন ওমর বিন খাত্তাব বললেন, তাহলে আমরা বেশী করে পাঠ করব। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্ অধিক দাতা এবং উত্তম।[৩]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، اللّٰهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ .

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) বলুন, তিনি আল্লাহ্ একক। ২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্মও দেয়নি ৪) আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

তাফসীরঃ

(قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ)

অপনি বলুন! দৃঢ়ভাবে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে অর্থ অনুধাবন করে যে, তিনি (আল্লাহ্) এক ও একক যার কোন শরীক, দৃষ্টান্ত, মন্ত্রী, তুলনা, সদৃশ্য নেই এবং তাঁর পরিবর্তেও কেউ নেই এককত্ব তাঁরই মাঝে সীমাবদ্ধ। (**أحد**) শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কারো জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেননা তিনিই শুধু যাবতীয় গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ও স্বীয় কর্মে একক।

(اللّٰهُ الصَّمَدُ)

ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন: তিনি এমন সত্বা যার কাছে সমগ্র সৃষ্টি মুখাপেক্ষী, যার কাছে তারা আপন প্রয়োজন ও প্রার্থনা পেশ করে থাকে।

ইবনু মাসঊদ বলেন: তিনি নেতা।

---

[১]. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হজ্জের বর্ণনা। হা/ ২১৩৭।

[২]. [হাসান] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ মাগরিবের পরের দু'রাকাত সুন্নাতে কি পড়তে হয় তার বর্ণনা। হা/ ৩৯৬। ইবনু মাজাহ, অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করা এবং তার সুন্নাত, অনুচ্ছেদঃ মাগরিবের পরের সুন্নাতে যা পড়তে হয়। হা/ ১১৫৬। শায়খ আলবানী হাদীছটি হাসান বলেন, মিশকাত হা/ ৮৫১।

[৩]. [ছহীহ] আহমাদ হা/ ১৫০৫৭। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেন, দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/ ৬৪৭২। সিলসিলা ছহীহা হা/ ৫৮৯।

সুদ্দী, যাহ্হাক, ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদ বলেন, তাঁর কোন পেট নেই। তিনি পানাহার থেকে মুক্ত। সৃষ্টি জগতের ধ্বংসের পর তিনিই এককভাবে অবশিষ্ট। এজন্যই আল্লাহর পরিচয়ে ও তাঁর গুণাবলীতে এমন কথা প্রমাণিত হয়নি যে, তাঁর পেট ও নাড়িভুঁড়ি রয়েছে। (ইবনু কাছীর (র:) বলেন: উল্লেখিত তাফসীরগুলো সবই নির্ভুল। কেননা সবগুলোই আল্লাহ্ তা'আলার মহান গুণরাজী।)[১]

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ)
অর্থাৎ- তাঁর কোন সন্তান নেই, জন্মদাতা নেই বা কোন সঙ্গীনি নেই।

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ)
মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ- তাঁর বরাবর হবে বা কাছাকাছি হবে সৃষ্টি জগতে এমন কোন সমকক্ষ বা নযীর নেই। তিনি সুমহান অতিপবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত।[২]

সূরার ব্যাখ্যা মূলক অর্থঃ

মুশরিকরা যে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর পালনকর্তা আল্লাহর বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে তার জবাবে এই বরকতময় চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, যারা আপনাকে ঐ প্রশ্ন করেছে তাদেরকে আপনি শুনিয়ে দিন যে, আল্লাহ তো একক। তিনি এমন মা'বূদ যে তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদত-উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়, তিনি ছাড়া কারো জন্য কোন ইবাদত করাও সমিচীন নয়। তিনি স্বীয় সত্বা, গুণাবলী ও কর্মে একক অদ্বিতীয়। তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই কোন উদাহরণ বা সমকক্ষ নেই। কেননা তিনিই সকলের স্রষ্টা সবকিছুর মালিক। সুতরাং কোন সৃষ্টি স্রষ্টার অনুরূপ হতে পারে না। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রয়োজন পূরনের জন্য তাঁর কাছে নিবেদন পেশ করতে হবে। তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। সৃষ্টিকুলের সবাই তাঁর কাছে অভাবী। তিনি কাইকে জন্ম দেননি। কেননা তাঁর সমগোত্রের কেউ নেই। কেননা পুত্র পিতার সমগোত্রের হতে হবে। আর ইহা আল্লাহর শানে প্রজোয্য নয়। কেননা তাঁর অনুরূপ কোন কিছু নেই। তিনি কারো থেকে জন্ম লাভও করেননি।

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) অর্থাৎ- কেউ তাঁর তুল্য, নযীর বা সদৃশ নেই। তাঁর অনুরূপ কেউ নেই তনি সব কিছু দেখেন সব কিছু শোনেন। আর এ কারণেই তিনি একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গুণে বিভুষিত। তাঁর এককত্ব স্বীয় সত্বায়, গুণাবলীতে ও কর্মে এসব কিছুতে কোন তুল্য নেই, সদৃশ নেই এবং সমকক্ষ নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলে তাঁর কাছে অভাবী তিনি ব্যতীত সবকিছুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

এই সূরা থেকে যা শিক্ষা লাভ করা যায়ঃ

১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর পরিচয় লাভ।
২) আল্লাহর তাওহীদ ও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নবুওতের স্বীকৃতি।
৩) আল্লাহর পুত্র থাকতে পারে এমন কথাকে বাতিল প্রমাণিত করা।
৪) এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ওয়াজিব। তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। কেননা আল্লাহ্ই একমাত্র সৃষ্টিকুলের ইবাদতের হকদার অন্য কেউ নয়।

[১]. তাফসীর ইবনু কাছীর। (ইমাম ইসমাঈল ইবনু কাছীর দীমাশকী) ৪/৫৭১।
[২]. প্রাগুপ্ত

প্রশ্নমালা:

১) সূরা ইখলাছের শানে নযূল বর্ণনা কর।
২) সূরা ইখলাছের ফযীলতের ব্যাপারে একটি দলীল উল্লেখ কর।
৩) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ: الصمد – لم يلد – كفواً
৪) যে সকল স্থানে সূরা ইখলাছ পাঠ করতে হয়, তম্মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর।
৫) সংক্ষেপে সূরাটির ব্যাখ্যা মূলক অর্থ লিখ।
৬) এ সূরা থেকে তিনটি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ কর।

সূরা মাসাদ (লাহাব) এর তাফসীর

শানে নযূল:

ইবনু আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ছা:) বাত্বহা নামক স্থানে গমণ করে একটি পর্বতে আরোহন করলেন। তারপর উঁচু আওয়াযে বললেন, ইয়া ছাবাহাহ্! (এটি প্রাচীণ কালের চিৎকার ধ্বনী) কুরায়শগণ তাঁর কাছে সমবেত হল। তিনি বললেন: "আপনারা কি মনে করেন - আমি যদি আপনাদেরকে এ সংবাদ দেই যে, অচিরেই সকাল বা সন্ধ্যায় শত্রু আপনাদের উপর আক্রমণ চালাবে- আপনারা কি আমাকে সত্যবাদী মনে করবেন? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে আপনাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবু লাহাব বলল: এজন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছো? তুমি ধ্বংস হও! তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন: .... تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ অর্থ: "আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক....।" সূরাটির শেষ পর্যন্ত।[1]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ(١)مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ(٢)سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ(٣)وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ(٤)فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ(٥)

সরল বঙ্গানুবাদ:

১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, ২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও সে যা উপার্জন করেছে। ৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে ৪) এবং তার স্ত্রীও -যে ইন্ধন বহন করে ৫) তার গলদেশে খেজুরের পাকানো রশি নিয়ে।

(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)

تَبَّتْ অর্থাৎ- ক্ষতিগ্রস্থ হোক, ধ্বংস হোক।

أَبِي لَهَبٍ আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক চাচার নাম। তার মূল নাম 'আবদুল ওয্যা বিন আবদুল মুত্তালিব'। উপনাম 'আবু উতাইবা'। সে আবু লাহাব নামে পরিচিতি লাভ করে এই কারণে যে, তার মুখমন্ডল খুবই উজ্জল ছিল। সে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সবচাইতে বেশী কষ্ট দিত।

তারেক বিন আবদুল্লাহ আল মুহারেবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাল পোশাক পরিধান করে 'যিল মাজায' বাজারে হেঁটে চলছেন এবং মানুষকে আহবান করছেন: (يا أيها الناس قُوْلُوْا لاَ إله إلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا) "হে লোকেরা তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল, সফলকাম হবে।" আর তাঁর পিছনে পিছনে একজন লোক তাঁকে প্রস্তর নিক্ষেপ করছে ফলে তাঁর পায়ের টাখনু এবং গোড়ালী রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। লোকটি বলছে, তোমরা এর কথা শুনো না, এলোক মিথ্যাবাদী। আমি প্রশ্ন করলাম ইনি কে? লোকেরা বলল, আবদুল মুত্তালিবের জনৈক ছেলে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম তাঁর পিছনে ঐ লোকটি কে যে তাঁকে পাথর মারছে? তারা বলল, ওর নাম আবদুল উজ্জা আবু লাহাব।[2]

---

[1]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ তাফসীরুল কুরআন, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ ওয়া তাব্বা মা আগনা ... হা/ ৪৫৯০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আক্বরাবীন এর ব্যাখ্যা। হা/ ৩০৭।

[2]. [ছহীহ] ছহীহ ইবনু হিব্বান, অধ্যায়ঃ নবী ﷺ এর পত্রাবলী, অনুচ্ছেদঃ ইসলাম প্রকাশের সময় নবী ﷺ জাতির লোকদের নিকট থেকে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তার আলোচনা। হা/ ৬৫৬২।

وَتَبَّ অর্থাৎ- তার ক্ষতিগ্রস্থতা ও ধ্বংস নিশ্চিত হয়েছে। আবু লাহাব বলত: আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যা বলে তা যদি সত্য হয়, তবে ক্বিয়ামত দিবসে মুক্তির জন্য আমার সমস্ত সম্পদ ও সন্তানাদি ফিদ্‌য়া স্বরূপ দান করব। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন: (مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ) "কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও সে যা উপার্জন করেছে।" (সূরা লাহাব- ২) অর্থাৎ- তার সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না।[১]

(سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ)

ذَاتَ لَهَبٍ অর্থাৎ- কঠিন কষ্ট ও লেলিহান অগ্নি।

(وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)

আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরায়শের নেতৃস্থানীয় নারীদের অন্যতমা। তার নাম আরওয়া বিনতে হারব্ বিন উমাইয়া। উপনাম উম্মু জামিল। সে আবু সুফিয়ানের বোন। স্বামী আবু লাহাবের কুফরী ও হঠকারীতার ব্যাপারে সে ছিল তার সাহায্যকারী। এ কারণে ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নামে স্বামীর শাস্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সহযোগিতা করবে- এইভাবে যে, সে জাহান্নামে নিজের গলার সাথে খেজুরের রশি দিয়ে কাঠ বেঁধে নিয়ে এসে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে। অথবা সে নিজের পিঠে পাপের বোঝা বহন করবে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে কাষ্ঠ বহন করে।

(فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ)

অর্থাৎ- তার গলায় খেজুরের পাকনো রশি থাকেব। সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তার গলায় ছিল খুবই উন্নত মানের হার। সে একসময় বলল, আমি ইহা মুহাম্মাদের শত্রুতায় ব্যয় করব। তাই আল্লাহ্‌ তাকে জাহান্নামের পাকানো লোহার রশি পরিয়ে শাস্তি দিবেন। কেউ কেউ বলেছেন: তার গলায় আগুনের রশি পরানো হবে, তা দিয়ে তাকে জাহান্নামের আগুনের উপরে উঠানো হবে, অতঃপর জাহান্নামের নিম্নদেশে নিক্ষেপ করা হবে। আর এ শাস্তি তাকে স্থায়ীভাবে দেয়া হবে।[২]

সূরার ব্যাখ্যা মূলক অর্থঃ

এ সূরার পাঁচটি বরকতময় আয়াত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতৃব্য আবু লাহাবের প্রতিবাদে নাযিল হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আবু লাহাব নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তার সবকিছু ধ্বংস হয়েছে। এই কারণে সে এক ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। ফলে তাকে গোসল করানো সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র তার লাশের উপর পানি ঢালা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তার প্রতি রাগন্বিত হলে, তাকে নিক্ষেপ করেন জাহান্নামে। যার কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। তারপর বলা হয়েছে, তাকে এমন আগুনে নিক্ষেপ করা হবে যার শিখা লেলিহান ও ভয়ানক কঠিন। তার স্ত্রী উম্মু জামিল যে কিনা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদে হারামে নামাযের জন্য যাওয়ার পথে 'সা'দান' নামক গাছের কাঁটা বিছিয়ে রাখতো- ক্বিয়ামতে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়ার জন্য তার গলায় পেঁচানো হবে খেজুরের পাকানো রশি। এভাবেই আল্লাহ্‌ তাঁর শত্রু এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শত্রুর প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

এ সূরা থেকে যা শিক্ষণীয় রয়েছে:

১) আল্লাহ্‌র কাছে বংশ গৌরব কোন উপকারে আসবে না; বরং যা উপকারে আসবে তা হল তাক্বওয়া বা আল্লাহ্‌ ভীতি। কেননা আবু লাহাব নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর চাচা হওয়া সত্বেও জাহান্নামের অধিবাসী।

২) এ সূরায় নবুওতের প্রকাশ্য মু'জেযা ও সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়। কেননা যখন থেকে এই আয়াত নাযিল হয়: (سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) "সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও -যে

[১]. তাফসীর ইবনু কাছীর (ইমাম ইসমাঈল বিন কাছীর দিমাশকী) ৪/৫৬৫পৃঃ।

[২]. প্রাগুপ্ত ৪/৫৬৫-৫৬৬ পৃঃ।

ইন্ধন বহন করে।” তখন তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয়ের দুর্ভাগ্য ও গোপন- প্রকাশ্য কোনভাবেই ঈমান না আনার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছিলেন। আর তা বাস্তবেও হয়েছিল।

৩) মানুষ যদি আল্লাহর নাফারমানী করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কিসে আছে তা অনুসন্ধান না করে, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না।

৪) কোন মুমিনকে কষ্ট দান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

প্রশ্নমালাঃ

১) সূরা মাসাদের শানে নযূল উল্লেখ কর।

২) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ লিখ: **تبت، وما كسب، ذات لهب ، في جيدها**

৩) এ সূরা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা উল্লেখ কর।

৪) সূরাটির ব্যাখ্যামূলক অর্থ লিখ।

সূরা নছরের তাফসীর

শানে নুযূলঃ

এই সূরাটি সূরা তাওবার পর বিদায় হজ্জের সময় মিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইহাই কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা। উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, তুমি কি জান সমস্ত কুরআনের মধ্যে সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা কোনটি? আমি বললাম, হ্যাঁ। إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ইযা জাআ নাছরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু..। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছো।[১]

সূরাটি নাযিলের উদ্দেশ্যঃ

উক্ত সূরায় রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর পবিত্র আত্মার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে হযরত ওমর (রা:) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বয়বৃদ্ধদের সাথে (মজলিসে শূরায়) প্রবেশ করাতেন। সে কারণে তাঁদের কেউ যেন মন ক্ষুন্ন হলেন এবং বললেন: এ কেন আমাদের সাথে প্রবেশ করছে অথচ আমাদেরও তো তার মত ছেলে সন্তান আছে? তখন ওমার (রা:) বললেনঃ আপনারা তো জানেন সে কাদের দলভুক্ত। তাই কোন একদিন আমাকে তিনি ডাক দিলেন অতঃপর তাদের মাঝে পাঠালেন। সে সময় আমার ইহাই ধারণা হয়েছিল যে, আমাকে ওমার (রা:) সেদিন শুধু এ জন্যই ডেকেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে (আমার যোগ্যতা) দেখাবেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ إذا جاء نصر الله والفتح (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে) মহান আল্লাহর উক্ত বাণী সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? উত্তরে তাদের কেউ বললেন: (এ সূরায়) আল্লাহ্ আমাদেরকে তার প্রশংসা ও তার নিকট ক্ষমা তলব করতে নির্দেশ দিয়েছেন- যখন তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন ও বিজয় দান করবেন।

তাদের মধ্যে কেউ নীরব থাকলেন, কিছুই বললেন না। এবার ওমার (রা:) আমাকে বললেনঃ হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি অনুরূপ বল? আমি বললাম: "না"। তিনি বললেনঃ তবে তোমার কথা কি? আমি বললাম, ইহা আল্লাহ্র রাসূলের মৃত্যু বরণের সময়, যা তিনি তাকে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ (إذا جاء نصر الله والفتح) (যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে) অর্থাৎ ইহা হল, আপনার মৃত্যু সময়ের আলামত। (তাই আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী।) ওমার বিন খাত্তাব বললেন ঃ এর ব্যাখ্যায় তুমি যা বলেছ তা ছাড়া আমি অন্য কিছু জানি না।[২]

আয়েশা (রা:) বলেনঃ

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا قَالَ جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ﴾

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ জীবনে বেশী বেশী এই দু'আটি বলতেনঃ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ সুবহানাকা ওয়াবে হামদিকা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা। আর তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি এসব বাক্য যা আপনি সর্বদা পাঠ করছেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমি অচিরেই কিছু আলামত দেখতে পাব। উহা দেখতে পেলেই আমি ঐ বাক্যগুলো পাঠ করব। আর আমি তা দেখেছি: (إذا جاء نصر الله والفتح) "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।" সূরার শেষ পর্যন্ত।[৩] (ছহীহ্ মুসলিম)

---

[১]. [ছহীহ] মুসলিম, অধ্যায়ঃ তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর। হা/ ৫৩৪৯।

[২]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী, ফাসাব্বেহ বিহামদি রাব্বিকা... এর তাফসীর হা/ ৪৫৮৮।

[৩]. [ছহীহ] বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ ইযা জাআ নাছরুল্লাহি সূরার তাফসীর। হা/ ৪৫৮৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ছালাত, অনুচ্ছেদঃ রুকু এবং সিজদায় কি বলতে হবে। হা/ ৭৪৭। হাদীছের বাক্য মুসলিম থেকে চয়ন করা হয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

সরল বঙ্গানুবাদঃ

১) যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, ২) আর মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখতে পাবেন। ৩) তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

হে মুহাম্মাদ! জেনে রাখুন আপনি যখন মক্কা বিজয় করবেন। যে মক্কা থেকে আপনাকে বের করে দেয়া হয়েছে তা বিজয়ের সয় অতি নিকটে।

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করবে।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

অর্থাৎ- দুনিয়াতে আপনার দ্বারা আমার মিশন শেষ হয়ে গেছে। তাই আমার কাছে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হও। কেননা দুনিয়ার চাইতে তোমার জন্য আখেরাতই বেশী উত্তম। আপনার পালনকর্তা আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

সূরার ব্যাখ্যা মূলক অর্থঃ

এসূরার বরকতময় তিনটি আয়াত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন সায়াহ্নে নাযিল হয়েছে। সূরাটি নবীজীর মহাপ্রস্থানের ইঙ্গিত বহন করছে। এতে আল্লাহ বলেছেন, যখন আপনি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে প্রতিটিতে বিজয় লাভ করছেন। মক্কা আক্রমনের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে অতঃপর আল্লাহ তা আপনার জন্য বিজয় করে দিয়েছেন। ফলে মক্কা কাফের রাষ্ট্র থাকার পর তা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আর দেখেছেন ইয়ামান প্রভৃতির এলাকার লোকেরা নির্ভয়ে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তখন আপনার প্রতি আল্লাহর এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর তাসবীহর সাথে প্রশংসা করুন। যার দয়ায় জয়লাভ করেছেন, মক্কা বিজয় করেছেন এবং লোকেরা বাতিল ধর্ম শির্ক থেকে শান্তির সত্য ধর্ম ইসলামে প্রবেশ করেছে। আপনি সেই মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন- তাঁর অধিক নৈকট্য লাভের জন্য এবং আপনার জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য।

এ সূরা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

১. আল্লাহ্‌র সাহায্য, মক্কা বিজয়, আল্লাহর দ্বীনে মানুষের প্রবেশ ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর রাসূলকে সুসংবাদ প্রদান। আর এ সুসংবাদগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে।
২. সাহায্য এবং বিজয় লাভের পর রাসূল (ছা:)কে আল্লাহর নির্দেশ- তাঁর শুকরিয়া আদায়, প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার।
৩. একথার প্রতি ইঙ্গিত যে, এ দ্বীনের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।
৪. একথার প্রতি ইঙ্গিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (ছা:)এর আয়ুস্কাল ফুরিয়ে এসেছে।
৫. মৃতের পরিবারকে শোকবার্তা জানানো, কিন্তু কোন ঘোষণা ও চিৎকার ব্যতীত।
৬. নিয়ামত প্রাপ্ত হলে শুকরিয়া করা ওয়াজিব। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিজদায়ে শুকর।
৭. রুকুতে এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাতঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী।

প্রশ্নমালা:

১) সূরা 'নছর' কখন নাযিল হয়?

২) সূরা নছর নাযিল করার উদ্দেশ্য কি?

৩) নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর অর্থ কি: الفتح ، أفواجاً

৪) এ সূরা থেকে শিক্ষণীয় দু'টি বিষয় উল্লেখ কর।

সূরা কাফেরূনের তাফসীর

শানে নযূল:

কুরায়শদের কাফের সম্প্রদায় মুর্খতার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আহবান করল- তিনি এক বছর তাদের মূর্তির পূজা করবেন, আর তারাও তাঁর মা'বূদ (আল্লাহ্র) এক বছর ইবাদত করবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন এবং তাঁর রাসূলকে আদেশ করেন- তিনি যেন তাদের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেন।[১]

কখন সূরাটি পাঠ করা সুন্নাত?

১) তওয়াফ শেষে দু'রাকাআত ছালাতের প্রথম রাকাআতে।[২]

২) ফজর এবং মাগরিবের সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকাআতে।[৩]

৩) নিদ্রার পূর্বে। উরওয়া বিন নওফল থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নওফলকে বলেন: اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ "যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন পাঠ করবে "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন"- শেষ পর্যন্ত তা পাঠ করবে। কেননা উহা শির্ক থেকে মুক্ত ঘোষণা।"[৪]

সূরাটির ফযীলত:

১) আগের হাদীছটির মর্মার্থ অনুযায়ী সূরাটির মাধ্যমে শির্ক থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়।

২) সূরাটির কুরআনের এক চতুর্থাংশের বরাবর। আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

﴿مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتْ عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ﴾

"যে ব্যক্তি সূরা 'ইযা যুল যিলাত' পাঠ করবে, সে অর্ধেক কুরআন পাঠের ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন' সূরাটি পাঠ করবে, সে কুরআনের এক চতুর্থাংশের বরাবর ছওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করবে, সে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের বরাবর ছওয়াব পাবে।"[৫]

---

[১]. তাফসীর ইবনু কাছীর (ইমাম ইসমাঈল বিন কাছীর দিমাশকী) ৪/৫৬১পৃঃ।

[২]. দেখুন পৃষ্ঠা নং টিকা।

[৩]. দেখুন পৃষ্ঠা নং টিকা।

[৪]. [হাসান লিগাইরিহি] আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় কি বলতে হয় হা/৪৩৯৬। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু'আ হা/৩৩২৫। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেন- ছহীহ তারগীব তারহীব হা/৬০৫।

[৫]. [হাসান] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ সূরা ইযা যুল যিলাতের ফযীলত। হা/২৮১৮। আলবানী হাদীছটি হাসান বলেন, ছহীহুল জামে। তবে তিনি সূরা যিলযালের ফযীলতের কথা বন্ধনির মাঝে উল্লেখ করে বলেন উহা যঈফ। হা/৬৪৬৬। জামে তিরমিযী হা/ ৩৩৬৪।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤)
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

সরল বঙ্গাবনুবাদঃ

১) বলুন! হে কাফের সম্প্রদায়, ২) তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি না। ৩) তোমরাও ইবাদতকারী নও যার আমি ইবাদত করি ৪) আর আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর। ৫) তোমরা ইবাদতকারী নও যার আমি ইবাদত করি। ৬) তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾

এখানে কাফেরদের সকল সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে।

﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾

আমি ইবাদত করি না তোমাদের মূর্তি এবং শরীক সমূহের।

﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾

আমি যে আল্লাহ্র ইবাদত করি তোমরাও তার ইবাদত কর না। কেননা আল্লাহ্র জন্য তোমাদের ইবাদত শির্ক মিশ্রিত, যাকে ইবাদতই বলা চলে না।

﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾

আমি তোমাদের ইবাদতের মত ইবাদত করি না, সে পন্থাও অবলম্বন করি না এবং তার অনুসরণ অনুকরণও করি না। আমি একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করি সেই পন্থায় যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

সূরার সাধারণ অর্থঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে কাফেরদের সামনে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে প্রকাশ্যে গোপনে তারা যাদের ইবাদত করে থাকে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহর ইবাদতে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা না থাকার কারণে তারা আল্লাহর ইবাদতই করে না। শির্কের সাথে মিশ্রিত তাদের ইবাদতকে কোন ইবাদতই বলা চলে না। একথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে প্রথম কথা তাদের কর্মের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির উপর প্রমাণ বহণ করে। আর দ্বিতীয় কথা একথার উপর দলীল বহন করে যে, এটা একটা আবশ্যক বিষয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা দু'দলের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করে দিয়েছেনঃ (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) "তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।"

এ সূরা থেকে যা শিক্ষা লাভ করা যায়ঃ

১) এককভাবে আল্লাহ্র জন্য ইবাদতকে খালেছ বা একনিষ্ঠ করা ওয়াজিব।
২) শির্ক এবং তার অনুসারীদের থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করা অতি আবশ্যক।
৩) যারা বিভিন্ন ধর্মের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়ার দা'ওয়াত দেয় তাদের প্রতিবাদ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামই একমাত্র হক ধর্ম। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বাতিল।
৪) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) "তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।" এ আয়াতটি থেকে এ দলীল নিয়েছেন যে, সকল কাফেরের ধর্ম একই। তাই ইহুদী এবং খৃষ্টানের মাঝে যদি বংশের সম্পর্ক বা অন্য কোন কারণ থাকে তবে তারা পরস্পর মীরাছ লাভ করতে পারবে।

কিন্তু ইমাম আহমাদ (র:) বলেন: তারা পরস্পর মীরাছ লাভ করতে পারবে না। কেননা হাদীছে উল্লেখ হয়েছে যে, (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) "ভিন্ন দু'ধর্মের লোকেরা পরস্পর মীরাছ লাভ করতে পারবে না।"[১] (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, দারেমী ও আহমাদ)

৫) রাসূলের প্রতি আল্লাহর বন্ধুত্বের কারণেই মুশরিকদের বাতিল প্রস্তাব গ্রহণ করতে তাঁকে বিরত রেখেছে।

প্রশ্নমালা:

১) সূরা কাফেরূন নাযিল হওয়ার কারণ কি?
২) যে সকল স্থানে সূরা কাফেরূন পাঠ করা সুন্নাত, তম্মধ্যে দু'টি স্থান উল্লেখ কর দলীলসহ।
৩) সূরা কাফেরূনের ফযীলতের ব্যাপারে একটি দলীল উল্লেখ কর।
৪) সূরা কাফেরূনের ব্যাখ্যা মূলক অর্থ লিখ।
৫) সূরা কাফেরূন থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তম্মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর।

[১] . [ছহীহ] তিরমিযী, অধ্যায়ঃ ফারায়েয, অনুচ্ছেদঃ দু'ধর্মের লোকেরা পরস্পর মীরাছ লাভ করতে পারবে না। হা/ ২০৩৪। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। ছহীহুল জামে হা/ ৭৬১৩।